গীত-বিতান

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

গীত-বিতান

[illegible] সংস্করণ (২২০০) শ্রাবণ, ১৩৩৯।

মূল্য—১৷৷০ ; বাঁধাই ২৲।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

গীত-বিতান ৩য় খণ্ড

কালানুক্রমিক সূচী

প্রবাহিণী [১৩৩২ সাল]

শোধবোধ [১৩৩২ সাল]

চিরকুমার সভা [১৩৩২ সাল]

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

নটীর পূজা [১৩৩৩ সাল]

রক্তকরবী [১৩৩৩ সাল]

গীত মালিকা ১ম খণ্ড [১৩৩৩ সাল]

ঋতুরঙ্গ [১৩৩৪ সাল]

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

শেষ-রক্ষা [১৩৩৫ সাল]

পরিত্রাণ [১৩৩৬ সাল]

তপতী [১৩৩৬ সাল]

গীতোৎসব [১৩৩৮ সাল]

আধুনিক-সংগ্রহ

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায়		৮৪৩
দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসিতে	...	৮৪৪
এসো এসো প্রাণের উৎসবে	...	৮৪৪
মিলনরাতি পোহাল বাতি নেভার বেলা হল	...	৮৪৫
সকল কলুষ তামসহর জয় হোক তব জয়	...	৮৪৫
ওরে তোরা যারা শুনবি না	...	৮৪৬
আমি যখন ছিলেম অন্ধ	...	৮৪৭
স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে	..	৮৪৭
সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে	...	৮৪৮
এপারে মুখর হল কেকা ঐ	...	৮৪৯
একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি	..	৮৪৯
তোমাদের দান যশের ডালায় সব শেষ সঞ্চয়	...	৮৫০

পরিশিষ্ট—(ক)

এখন আর দেরি নয়	...	৮৫১
স্বরূপ তাঁর কে জানে	...	৮৫১
কেবল থাকিস সরে সরে	...	৮৫২
কোন খেলা যে খেলব কখন	...	৮৫২
হায় হায় হায়, দিন চলি যায়	.	৮৫৩
পূর্বগগন ভাগে	...	৮৫৪
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি	...	৮৫৫
তুমি কি কেবল ছবি	...	৮৫৭
আনমনা, আনমনা	...	৮৫৮

হ

গীত-বিতান

তৃতীয় খণ্ড

আকাশভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে-হিল্লোলে
জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্ত-ধারায় লেগেছে তা'র টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে ক'রেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

তুমি খুসি থাকো আমার চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে ॥
তোমার পরশ আমার মাঝে
সুরের নাচে বুকে বাজে,
পুলকে তা'র ঝলক লাগে সকল ভুবন ছেয়ে ছেয়ে ॥
ফিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো
দুই আমারে লাগ্‌লো ভালো,
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে ॥

গানের ভেলায় বেলা-অবেলায়
প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা ॥
কোথায় জানি ধায় সে-বাণী ;
দিনের শেষে
কোন্ ঘাটে-যে ঠেকে এসে
চিরকালের কাঁদা-হাসা ॥
এম্‌নি খেলার ঢেউয়ের দোলে
খেলার পারে যাবি চ'লে।
পালের হাওয়ার ভরসা তোমার ;
করিস্‌নে ভয়
পথের কড়ি না যদি রয়,
সঙ্গে আছে বাঁধন-নাশা ॥

আমার যে-গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
সুরে সুরে খুঁজি তা'রে
অন্ধকারে,
যে-আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
যখন শুষ্ক প্রহর বৃথা কাটাই
চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।
কোথায় দুঃখ সুখের তলায়
সুর-যে পলায়,
যে-শেষ বাণী তোমার দ্বারে যাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘরছাড়া কোন্ পথের পানে ॥
নিত্যকালের গোপন কথা
বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশী দেয় এনে দেয় আমার কানে ॥
মনে-যে হয় আমার হৃদয় কুসুম হ'য়ে ফোটে
আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।
পরাণ আমার বাঁধন হারায়
নিশীথ রাতের তারার তারায়
আকাশ আমায় কয় কী-যে কয় কেই বা জানে ॥

গানের ঝরণা-তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার বরণ সুরের ধারা ঢেলে॥
যে সুর গোপন গুহা হ'তে
ছুটে' আসে আকুল স্রোতে,
কান্না-সাগর পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে॥
যে-সুর উষার বাণী ব'য়ে আকাশে যায় ভেসে,
রাতের কোলে যায় গো চ'লে সোনার হাসি হেসে।
যে-সুর চাঁপার পেয়ালা ভ'রে
দেয় আপনায় উজাড় ক'রে,
যায় চ'লে যায় চৈত্রদিনের মধুর খেলা খেলে॥

কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারাণীর কড়ি,
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি'॥
আমার সুরের রসিক নেয়ে,
তা'রে ভোলাবো গান গেয়ে,
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি॥
পার হবো কি নাই হবো তা'র খবর কে রাখে,
দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগ্‌লাকে।
ওগো তোমরা মিছে ভাবো,
আমি যাবোই যাবোই যাবো,
ভাঙ্‌লো দুয়ার কাট্‌লো দড়া দড়ি॥

আমার ঢালা গানের ধারা সেইতো তুমি পিয়েছিলে।
আমার গাঁথা স্বপন মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে॥
মন যবে মোর দূরে দূরে
ফিরেছিলো আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার সুরে আভাস দিয়ে গিয়েছিলে॥

যবে বিদায় নিয়ে যাবো চ'লে
মিলন পালা সাঙ্গ হ'লে
শরৎ আলোয় বাদল মেঘে
এই কথাটি রইবে লেগে
এই শ্যামলে এই নীলিমায় আমায় দেখা দিয়েছিলে ॥

তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে,
তা'রে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস্‌নে ॥
তা'র একলা ঘরের ধেয়ান হ'তে
উঠুক্ না গান নানা স্রোতে,
তা'র আপন সুরের ভুবনমাঝে তা'রে থাক্‌তে দে ॥
তোর প্রাণের মাঝে একলা মানুষ যে,
তা'রে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস্‌নে।
কোন্ আরেক একা ওরে খোঁজে,
সেই তো ওরি দরদ বোঝে,
যেন পথ খুঁজে পায় কাজের ফাঁকে ফিরে না যায় সে ॥

খেলাঘর বাঁধ্‌তে লেগেছি
মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি,
ব'ল্‌বো কী তোরে ॥
প্রভাতে পথিক ডেকে যায়,
অবসর পাইনে আমি, হায়,
বাহিরের খেলায় ডাকে-যে,
যাবো কী ক'রে ॥

যা আমার সবার হেলাফেলা,
যাচ্ছে গড়াগড়ি,
পুরানো ভাঙা দিনের ঢেলা
তাই দিয়ে ঘর গড়ি।
যে আমার নিত্য খেলার ধন,
তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে
কিসের মন্তরে ॥

দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে ॥
গাইল কী গান সেই তা জানে,
সুর বাজে তা'র আমার প্রাণে,
বলো দেখি তোমরা কি তা'র কথার কিছু আভাস পেলে ॥
আমি তা'রে শুধাই যবে—"কী তোমারে দিব আনি",
সে শুধু কয়,—"আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি"।
দিই যদি তো কী দাম দেবে,—
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে
ফিরে এসে দেখি,—ধূলায় বাঁশিটি তা'র গেছে ফেলে ॥

জ্বলেনি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে ॥
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে,
কঠিন দুখে গভীর সুখে,
যে জানে না পথ কাঁদাও তা'রে ॥

চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে,
মন-যে কী চায় তা মনই জানে।
আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে
ব্যথার টানে তোমায় আন্‌বে দ্বারে ॥

ও আমার ধ্যানেরি ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন ॥
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,
কুঞ্জে পূর্ণিমা চাঁদ হেসে আকুল,
তা'রা তোমায় খুঁজে না পায়
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন ॥
আঁখিরে ফাঁকি দাও, এ কী ধারা।
অশ্রুজলে তা'রে করো সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখিনে মালা,
পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা,
বেলা-যে যায়, ফুল-যে শুকায়,
অনাথ হ'য়ে আছে আমার ভুবন ॥

আমায় থাকৃতে দে না আপন মনে।
সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
কথার পাকে কাজের ঘোরে
ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে,
তা'র স্মরণের বরণমালা গাঁথবো ব'সে গোপন কোণে ॥

এই-যে ব্যথার রতনখানি
আমার বুকে দিল আনি—
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে
একা চলি তা'র উদ্দেশে,
নয়নজলে সামনে দাঁড়াই তা'রে সাজাই তারি ধনে ॥

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিলো সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে ॥
আজ কেন মোর পড়ে মনে
কখন্ যেন চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে—
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে ॥
আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে।
রাতের মুখের আঁধারখানি খুল্‌বে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে
দেখা হবে এক পলকে,
সব আবরণ যাবে-যে খ'সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে ॥

বাজোরে বাঁশরী, বাজো।
সুন্দরী, চন্দন মাল্যে
মঙ্গল সন্ধ্যায় সাজো ॥
বুঝি মধু ফাল্গুন মাসে
চঞ্চল পান্থ সে আসে,
মধুকর পদভর-কম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফোটেনি কি আজো ॥

রক্তিম অংশুক মাথে,
কিংশুক কঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত পায়ে
সৌরভ-মন্থর বায়ে
বন্দন-সঙ্গীত-গুঞ্জন-মুখরিত
নন্দন কুঞ্জে বিরাজো ॥

দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগ্‌লো চিতে।
সঙ্গোপনে ফুট্‌বে প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে
দুল্‌বে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগ্‌বে তোমার আগমনীতে—
ফুট্‌বে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে,
এসো এসো প্রাণে মম গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলন-ক্ষণে
রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হ'য়ে এসো আমার নিশীথিনীতে
ফুট্‌বে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥

মরণের মুখে রেখে দূরে দূরে যাও চ'লে,
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে ব'লে ॥
আঁধার আলোর পারে
খেয়া দিই বারে বারে,
নিজেরে হারায়ে খুঁজি, দুলি সেই দোলে দোলে ॥

সকল রাগিণী বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে
কভু ভয়ে কভু জয়ে কভু অপমানে মানে।
বিরহে ভরিবে সুরে,
তাই রেখে দাও দূরে,
মিলনে বাজিবে বাঁশি, তাই টেনে আনো কোলে॥

আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে'
আমি তোমার বাঁধন নেবো তুলে॥
যে-পথে যাই নিরবধি
সে-পথ আমার ঘোচে যদি
যাবো তোমার মাঝে পথের ভুলে॥
যদি নেবাও ঘরের আলো,
তোমার কালো আঁধার বাস্‌বো ভালো।
তীর যদি আর না যায় দেখা
তোমার আমি হবো একা
দিশাহারা সেই অকূলে॥

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে আলোক রাখী জড়ায় প্রাতে॥
তোমার আশিষ আমার কাজে
সফল হবে বিশ্ব মাঝে
জ্ব'ল্‌বে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে॥
কর্ম্ম করি যে-হাত ল'য়ে কর্ম্ম-বাঁধন তা'রে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হ'য়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আটি',—
সকল বাঁধন যাবে কাটি',
কর্ম্ম তখন বীণার মতো বাজ্‌বে মধুর মূর্চ্ছনাতে॥

যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে দুঃখধারার ভরাস্রোতে
তা'রে ডাক দিলে আজ কোন্ খেয়ালে আবার তোমার ওপার হ'তে ॥
শ্রাবণ রাতে বাদলধারে
উদাস ক'রে কাঁদাও যারে
আবার তা'রে ফিরিয়ে আনো ফুল-ফোটানো ফাগুন রাতে ॥
এপার হ'তে ওপার ক'রে
বাটে বাটে ঘোরাও মোরে।
কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা
এই কি তোমার একই খেলা,
লাগাও ধাঁধা বারে বারে এই আঁধারে এই আলোতে ॥

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হোলো-যে পার হোলো।
তোমার পায়ে এসে ঠেক্‌লো শেষে সকল সুখের সার হোলো ॥
এতদিন নয়নধারা
বয়েছে বাঁধন হারা,
কেন বয় পাইনি যে তা'র কূল কিনারা,
আজ গাঁথ্‌লো কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হোলো ॥
তোমার সাঁজের তারা ডাক্‌লো আমায় যখন অন্ধকার হোলো।
বিরহের ব্যথাখানি
খুঁজে তো পায়নি বাণী,
এতদিন নীরব ছিল সরম মানি'।
আজ পরশ পেয়ে উঠ্‌লো গেয়ে তোমার বীণার তার হোলো ॥

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি আঁধার তোমার সবই মিছে।
ভরসা কি মোর সাম্‌নে শুধু না হয় আমায় রাখবি পিছে ॥
আমায় দূরে যেই তাড়াবি
সেই তো রে তোর কাজ বাড়াবি,
তোমায় নীচে নাম্‌তে হবে আমায় যদি ফেলিস্ নীচে ॥

যাচাই ক'রে নিবি মোরে
এই খেলা কি খেল্‌বি ওরে ?
যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে
ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে,
যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে ॥

আমার আঁধার ভালো,—আলোর কাছে
বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
আলোরে যে লোপ ক'রে খায়
সেই কুয়াসা সর্ব্বনেশে ॥
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে ॥
তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়
তাই বেয়ে মা, চ'ল্‌বো সোজা।
যারা পথ দেখাবার ভীড় করে গো
তা'রা কেবল বাড়ায় খোঁজা ॥
ওদের সমারোহে ভুলিয়ে আনে,
এসে দেখি দেউল পানে,
আপন মনের বিকারটাকে
সাজিয়ে রাখে দেবতা-বেশে ॥

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।
বলে শুধু বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে ॥
আমি-যে তোর আলোর ছেলে,
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে,

মুখ লুকালি, মরি আমি সেই খেদে,
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে ॥
অন্ধকারে অস্ত-রবির লিপি লেখা,
আমারে তা'র অর্থ শেখা।
তোর প্রাণের বাঁশির তান সে নানা,
সেই আমারই ছিল জানা,
আজ মরণ বীণার অজানা সুর নেবো সেধে।
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে ॥

জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্ব্বৃতি হে নমি নমি ॥
নমি নমি তোমারে, হে অকস্মাৎ
গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত,
লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি হে, নমি নমি ॥
অশ্রু শ্রাবণ প্লাবন হে, নমি নমি।
পাপ ক্ষালন পাবন হে, নমি নমি।
সব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে, নমি নমি ॥

যেদিন সকল মুকুল গেল ঝ'রে
আমায় ডাক্‌লে কেন এমন ক'রে ॥
যেতে হবে যে-পথ বেয়ে
শুকনো পাতা আছে ছেয়ে,
হাতে আমার শূন্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেবো ভ'রে ॥

গান হারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশি কী-যে বলে।
নেই আয়োজন নেই মম ধন,
নেই আভরণ, নেই আবরণ,
রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধ্‌বে তোমায় বাহু ডোরে ॥

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে
চ'লে এসেছি,
কেউ কি তা জানে ॥
তোমার আছে গানে গানে গাওয়া,
আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া,
মনে মনে মনের কথাখানি
ব'লে এসেছি,
কেউ কি তা জানে ॥
ওদের তখন নেশা ধ'রেছিলো,
রঙীন রসে প্যালা ভ'রেছিলো।
তখনো তো কতই আনাগোনা,
নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা,
আমি কেবল ফিরে-আসার আশা
দ'লে এসেছি,
কেউ কি তা জানে ॥

যে-পথ দিয়ে গেলরে তোর বিকেল বেলার যুঁই,
পথিক পরাণ, চল্‌ সে-পথে তুই ॥
সে-পথ দিয়ে গেছেরে তোর সন্ধ্যা মেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথি তলে প্রাণের আনাগোনা
রইল না কিছুই ॥

যে-পথে তা'র পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই
পথিক পরাণ, চল্ সে-পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠ্‌বে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া,
ছুঁই তা'রে না ছুঁই।
পথিক পরাণ, চল্ সে-পথে তুই॥

নাই বা এলে সময় যদি নাই,
ক্ষণেক এসে বোলো না গো যাই যাই যাই॥
আমার প্রাণে আছে জানি
সীমাবিহীন গভীর বাণী,
সেই চিরদিনের কথাখানি ব'ল্‌তে যেন পাই॥
যখন দখিন হাওয়া কানন ঘিরে'
এক কথা কয় ফিরে ফিরে,
পূর্ণিমা চাঁদ কারে চেয়ে
একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে,
যেন সময়হারা সেই সময়ে
চরম সে-গান গাই॥

দ্বারে কেন দিলে নাড়া, ওগো মালিনী।
কার কাছে পাবে সাড়া, ওগো মালিনী॥
তুমি তো তুলেছো ফুল, গেঁথেছো মালা,
আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা,
খুঁজে তো পাই নি পথ, দীপ জ্বালিনি॥

ঐ দেখো গোধূলির ক্ষীণ আলোতে
দিনের শেষের সোনা ডোবে কালোতে।
আঁধার নিবিড় হ'লে আসিয়ো পাশে,
যখন দূরের আলো জ্বালে আকাশে
অসীম পথের রাতি দীপশালিনী॥

তুমি তো সেই যাবেই চ'লে কিছু তো না র'বে বাকি।
আমায় ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে র'বে সেই কথা কি॥
তুমি পথিক আপন মনে
এলে আমার কুসুম বনে,
চরণপাতে যা দাও দ'লে সে-সব আমি দেবো ঢাকি'॥
বেলা যাবে আঁধার হবে, একা ব'সে হৃদয় ভ'রে
আমার বেদনখানি আমি রেখে দেবো মধুর ক'রে।
বিদায় বাঁশির করুণ রবে
সাঁঝের গগন মগন হবে,
চোখের জলে দুখের শোভা নবীন ক'রে দেবো রাখি॥

ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিয়ো আনি॥
বিষাদের অশ্রুজলে
নীরবের মর্ম্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে
হৃদয়ের নূতন বাণী॥

যে-পথে যেতে হবে
সে-পথে তুমি একা,
নয়নে আঁধার র'বে,
ধেয়ানে আলোক রেখা।
সারাদিন সঙ্গোপনে
সুধারস ঢাল্‌বে মনে
পরাণের পদ্মবনে
বিরহের বীণাপাণি॥

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধর্‌লি রে কে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভর্‌লি রে কে তুই॥
দূরে পশ্চিমে ঐ দিনের পারে
অস্ত রবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পর্‌লি রে কে তুই॥
সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ-যে।
সন্ধ্যা হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ঐ যে।
তোর হঠাৎ খসা প্রাণের মালা
ভ'র্‌লো আমার শূন্য ডালা,
মরণ পথের সাথী আমায় কর্‌লি রে কে তুই॥

যদি হ'লো যাবার ক্ষণ,
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন॥
বারে বারে যেথায় আপন গানে
স্বপন ভাসাই দূরের পানে,
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন,
সে মোর শূন্য বাতায়ন॥

বনের প্রান্তে ঐ মালতীর লতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা।
ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখী
স্মরণখানি আন্‌বে না কি,
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন,
আমাদের বিরহ মিলন॥

কেন আমায় পাগল ক'রে যাস্‌
ওরে চ'লে-যাওয়ার দল॥
আকাশে বয় বাতাস উদাস
পরাণ টলমল॥
প্রভাত তারা দিশাহারা,
শরৎ মেঘের ক্ষণিকধারা,
সভা-ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল,
ওরে চ'লে-যাওয়ার দল॥
নাগ-কেশরের ঝরা কেশর ধূলার সাথে মিতা।
গোধূলি-সে রক্ত আলোয় জ্বালে আপন চিতা।
শীতের হাওয়ায় ঝরায় পত্র,
আম্‌লকী বন মরণ-মত্ত,
বিদায় বাঁশির সুরে বিধুর সাঁঝের দিগঞ্চল,
ওরে চ'লে-যাওয়ার দল॥

যাবো, যাবো, যাবো তবে,
যেতে যদি হয় হবে।
লেগেছিলো কত ভালো
এই-যে আঁধার আলো

খেলা করে শাদা কালো
উদার নভে।
গেল দিন ধরামাঝে
কত ভাবে কত কাজে,
সুখে দুখে কভু লাজে,
কভু গরবে।
যেতে যদি হয় হবে॥
প্রাণপণে কতদিন
শুধেছি কঠিন ঋণ,
কখনো বা উদাসীন
ভুলেছি সবে।
কভু ক'রে গেনু খেলা,
স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
আনমনে কত বেলা
কাটানু ভবে।
যেতে যদি হয় হবে॥
জীবন হয় নি ফাঁকি,
ফলে ফুলে ছিল ঢাকি',
যদি কিছু রহে বাকি
কে তাহা লবে।
দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে,
বোঝা-খ'সে-যাওয়া বুকে
যাবো চ'লে হাসিমুখে
যাবো নীরবে।
যেতে যদি হয় হবে॥

কে বলে, "যাও যাও"—আমার
যাওয়া তো নয় যাওয়া ॥
টুট্‌বে আগল বারে বারে
তোমার দ্বারে
লাগ্‌বে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া ॥
ভাসাও আমায় ভাঁটার টানে
অকূল পানে,
আবার জোয়ার জলে তীরের তলে ফিরে' তরী বাওয়া ॥
পথিক আমি পথেই বাসা,
আমার যেমন যাওয়া তেম্‌নি আসা।
ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক্ না হারা,
আবার জ্ব'ল্‌বে সাঁজে আঁধার মাঝে তারি নীরব চাওয়া ॥

কালের মন্দিরা-যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুইহাতে।
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে ॥
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়,
আলোছায়ার জোয়ার ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ-যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে ॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদাকালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ ছন্দে নানান্ রং জাগে ॥
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে ॥

৯৫

অবেলায় যদি এসেছো আমার বনে
দিনের বিদায় ক্ষণে
গেয়ো না গেয়ো না চঞ্চল গান
ক্লান্ত এ সমীরণে ॥
ঘন বকুলের ম্লান বীথিকায়
শীর্ণ যে-ফুল ঝ'রে ঝ'রে যায়
তাই দিয়ে হার কেন গাঁথো হায়
লাজ বাসি তায় মনে,
চেয়ো না চেয়ো না মোর দীনতায়
হেলায় নয়নকোণে ॥
এসো এসো কালি রজনীর অবসানে
প্রভাত-আলোক-দ্বারে।
যেয়ো না যেয়ো না অকালে হানিয়া
সকালের কলিকারে।
এসো এসো যদি কভু সুসময়
নিয়ে আসে তা'র ভরা সঞ্চয়,
চির নবীনের যদি ঘটে জয়,
সাজি ভরা হয় ধনে।
নিয়ো না নিয়ো না মোর পরিচয়
এ ছায়ার আবরণে ॥

তা'র হাতে ছিল হাসির ফুলের হার
কত রঙে রঙ্-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার
অশ্রুর রসে ভরা ॥
সহসা আসিল কহিল সে সুন্দরী,
"এসো না বদল করি",

মুখ পানে তা'র চাহিলাম মরি মরি
নিদয়া সে মনোহরা ॥
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা,
চাহিল সকৌতুকে।
আমি ল'য়ে তা'র নব ফাগুনের মালা
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
মোর হ'লো জয়" যেতে যেতে কয় হেসে,
দূরে চ'লে গেল ত্বরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা ॥

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাটমাঝে পরানু রাজটীকা।
তা'র স্বপনে মোর আলোর পরশ
জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তা'র রইল আমার
প্রথম প্রেমের লিখা ॥
আমার নির্জ্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখীর কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে
নিখিল ভুবন উঠ্‌বে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাবো
ক্ষণিক মরীচিকা ॥

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে-জল মিলিয়ে থাকে,
মাটি পায় না তাকে ॥
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশ পুরে,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে,
মাটি পায় না তাকে ॥
শেষে বজ্র তা'রে বাজায় ব্যথা বহ্নি জ্বালায়,
ঝঞ্ঝা তা'রে দিগ্বিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে।
তখন চোখের জলে নামে সে-যে চোখের জলের ডাকে,
মাটি পায়রে তাকে ॥

অগ্নিশিখা, এসো এসো আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা আনো নিত্য ভালো
এসো পুণ্যপথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী।
শুভ সুপ্তি শুভ জাগরণ দেহ আনি।
দুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্নিমেষে,
আনন্দ উৎসবে, তব শুভ্র হাসি ঢালো ॥

যখন ভাঙলো মিলন মেলা
ভেবেছিলেম ভুল্‌বো না আর চক্ষের জল ফেলা ॥
দিনে দিনে পথের ধূলায়
মালা হ'তে ফুল ঝ'রে যায়,
জানিনে তো কখন এলো বিস্মরণের বেলা ॥
দিনে দিনে কঠিন হ'লো কখন্ বুকের তল,
ভেবেছিলেম ঝ'র্‌বে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে না-যে,
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা ॥

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে
অনেক দূরে গেছে বেঁকে ॥
আমার ফুলে আর কি কবে,
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে ॥
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে,
বসি পথের তরুছায়ে।
সাথীহারার গোপন ব্যথা
ব'ল্‌বো যারে সে-জন কোথা,
পথিকরা যায় আপন মনে, আমারে যায় পিছে রেখে ॥

সে আমার গোপন কথা
শুনে যা, ও সখী।
ভেবে না পাই ব'ল্‌বো কী ॥
প্রাণ আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হ'য়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি ॥

সে যেন আস্‌বে আমার মন ব'লেছে,
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গ'লেছে।
দেখ্‌লো তাই দেয় ইসারা
তারায় তারা,
চাঁদ হেসে ঐ হ'লো সারা তাহাই লখি'॥

যেন কোন্ ভুলের ঘোরে
চাঁদ চ'লে যায় স'রে স'রে॥
পাড়ি দেয় কালো নদী,
আয় রজনী, দেখ্‌বি যদি,
কেমনে তুই রাখবি ধ'রে,
দূরের বাঁশি ডাকলো ওরে॥
প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে
সর্ব্বনাশের সাধন কি এ।
মগ্ন হ'য়ে রইবে ব'সে
মরণ ফুলের মধুকোষে,
নতুন হ'য়ে আবার তোরে
মিল্‌বে বুঝি সুধায় ভ'রে॥

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জানো সে-যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে,
শুকায় তা পলে পলে,
আলো তা'র ভয়ে ভয়ে রয়,
বায়ু পরশন নাহি সয়॥

এসো এসো, দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টীকা।
মরণ আসুক চুপে
পরম প্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক্ লয়,
ঘুচুক্ সকল পরাজয়॥

না-ব'লে যায় পাছে সে
আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তা'র রই, তবুও
ব্যথা-যে রয় পরাণে॥
যে-পথিক পথের ভুলে
এলো মোর প্রাণের কূলে
পাছে তা'র ভুল ভেঙে যায়
চ'লে যায় কোন্ উজানে
আঁখি মোর ঘুম না জানে॥
এলো যেই এলো আমার আগল টুটে',
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে
যে-ক্ষ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায়
মিনতির বাধা মানে॥

আছ আকাশ পানে তুলে মাথা,
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা॥
ফাগুন বেলায় ব'হে আনে
আলোর কথা ছায়ার কানে,

তোমার মনে তারি সনে
ভাবনা যত ফেরে যা'-তা' ॥
কাছে থেকে রইলে দূরে,
কায়া মিলায় গানের সুরে।
হারিয়ে যাওয়া হৃদয় তব
মূর্তি ধরে নব নব,
পিয়াল বনে উড়ালো চুল
বকুল বনে আঁচল পাতা ॥

/না, না গো না,
কোরো না ভাবনা,
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না ॥
যখনি চ'লে যাই
আসিব ব'লে যাই,
আলো ছায়ার পথে করি আনাগোনা ॥
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে।
বারে বারেই জানি তুমিত চির হে।
ক্ষণিক আড়ালে
বারেক দাঁড়ালে,
মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না ॥

পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভ'রে,
জানিয়ে দে তাই সাহস ক'রে ॥
দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া
থাকিস্ কোণে, দিস্নে সাড়া,
বলুক্ সবাই, "সৃষ্টিছাড়া,"
বলুক সবাই "কী কাজ তোরে ॥"

বলিস্ "আমি কেহই না গো,
কিছুই নহি যে-হই না গো।"
শুনে বনে উঠ্‌বে হাসি,
দিকে দিকে বাজবে বাঁশি,
বল্‌বে বাতাস, "ভালোবাসি,
বাঁধবে আকাশ অলখ-ডোরে

ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে,
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥
আজ কী দেখি কালো চুলের আঁধার ঢালা,
স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মাণিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভ'রে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে,
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥

জয় যাত্রায় যাওগো,
ওঠ জয় রথে তব।
মোরা জয় মালা গেঁথে
আশা চেয়ে ব'সে র'ব।

আঁচল বিছায়ে রাখি
পথ-ধূলা দিব ঢাকি,
ফিরে এলে হে বিজয়ী, হৃদয়ে বরিয়া লবো।
আঁকিয়ো হাসির রেখা
সজল আঁখির কোণে,
নব বসন্ত শোভা
এনো এ কুঞ্জ বনে।
সোনার প্রদীপে জালো
আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব॥

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে॥
তব পিঙ্গল জটা
হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে॥
বুঝি না, কিছু না জানি
মর্ম্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্র বাণী।
দিগদিগন্ত দহি'
দুঃসহ তাপ বহি'
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে॥
সারা হ'য়ে এলে দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে
শান্ত হইয়া র'বে,
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে॥

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা।
খেল' খেল' তব নীরব ভৈরব খেলা॥
যদি ঝ'রে পড়ে পড়ুক পাতা,
ম্লান হ'য়ে যাক্ মালা গাঁথা,
থাক্ জনহীন পথে পথে মরীচিকা জাল ফেলা॥
শুষ্কধূলায় খ'সে-পড়া ফুলদলে
ঘূর্ণী আঁচল উড়াও আকাশতলে।
প্রাণ যদি করো মরুসম,
তবে তাই হোক, হে নির্ম্মম,
তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলন মেলা॥

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তিভরা কোন্ বেদনার মায়া
স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে মনে॥
কৈশোরে যেই সলাজ কানাকানি
খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়
মর্ম্মরিছে গহন বনে বনে॥
যে-নৈরাশা গভীর অশ্রুজলে
ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সে বনযূথীর বাসে
উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায়
গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ-যে ডেকে যায়,
আয় আয় আয়।
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই,
যাই, যাই যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তায় পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়॥
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ-যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়॥

কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে,
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে॥
বরষণের পরশনে
শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন-যে আমার সুদূর পানে পাখা মেলে॥
আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে,
পূব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে।
ঝিল্লিমুখর বাদল সাঁঝে
কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে,
স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে॥

আষাঢ় কোথা হ'তে আজি পেলি ছাড়া।
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥

জয়ধ্বজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে
পূব হ'তে কোন্ পশ্চিমেতে যায়রে উড়ে,
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া ॥
নাচের নেশা লাগ্‌ল তালের পাতায় পাতায়,
হাওয়ার দোলায়-দোলায় শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হ'তে আকাশে কার ছুটোছুটি,
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি,
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া ॥

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া ॥
পূরবে নীরব ইসারাতে
একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া ॥
যে-মধু হৃদয়ে ছিল মাখা
কাঁটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে
মনে মনে দেখা হ'লো তা'রে
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া ॥

এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা
যূথীবনের গন্ধে ভরা।
কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি

ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোমটা পরা॥
কেন বিজন বাটের পানে
তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে
আস্‌বে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে
গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা॥

শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে॥
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে॥
কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে
আঁচল ভরে লয় সুরে সুরে।
বিজনে বিরহীর কানে কানে
সজল মল্লার গানে গানে
কাহার নাম খানি কয়ে কয়ে—
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে॥

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—হায় রে॥

মনে ছিল আস্‌বে বুঝি,
আমায় সে কি পায়নি খুঁজি,
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার ॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সকল আকাশ ডাকে তারে।
বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে
জানায় আমায় ফিরবে না সে,
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার ॥

গহনরাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ?
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা,
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ॥
না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়ন দ্বারে।
না হয় রেখো মালতী-কলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥

যেতে দাও গেল যারা,
তুমি যেয়োনা যেয়োনা,
আমার বাদলের গান হয়নি সারা ॥
কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার,
নিভৃত রজনী অন্ধকার,

বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল,
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা ॥
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো,
আঁধারে তব পরশ রাখো।
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে
আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছল ছল জলে
ঝরে ঝর ঝর শ্রাবণধারা ॥

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসেরি পিয়াসে কোথা যে যাবে সে
পথ জানে না ॥
ঝর ঝর নীরে নিবিড় তিমিরে
সজল সমীরে গো
যেন কার বাণী কভু কানে আনে,
কভু আনে না ॥

ভেবেছিলেম আস্‌বে ফিরে
তাই ফাগুন শেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ন নীরে
এখন শ্রাবণ দিনে মরি দ্বিধায় ॥
এখন বাদল সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝর ঝর বারি ধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায় ॥

যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু্ তোমাহারা বিজন রাতে,
কেবল হারাই হারাই বাজে হিয়ায়॥

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
মরি হায় হায় হায়॥
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হোলো।
ঘরেতে আজ কে রবে গো খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠ্‌লো জেগে,
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসি ধরে না গো, ঐ যে উথলে,
মরি হায় হায় হায়॥

আয়রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে, আজ তারি সওগাতে
ঘরের আঙন সারাবছর ভর্‌বে দিনে রাতে।

নেব তারি দান,
তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান,
তাই-যে সুখে খাটি ॥
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
রোদ এসেছে সোনার যাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হোলো মোদের মাঠের মাঝে,
ভালোবাসার মাটি যে তাই সাজ্‌লো এমন সাজে।
নেব তারি দান,
তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান,
তাই-যে সুখে খাটি ॥

ওরে বকুল, পারুল ওরে, শাল পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই
এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন ॥
সারা গগন তলে
তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই সে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ,
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন ॥
ওরে বকুল, পারুল ওরে, শাল পিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় করে
তোরা দাঁড়াস্‌নে ভিড় করে,
চাইনে এমন গন্ধ রঙের বিপুল আয়োজন।

অকূল অবকাশে
যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন ॥

নিশীথ রাতের প্রাণ
কোন্ সুধা-যে চাঁদের আলোয় আজ করেছে পান ॥
মনের সুখে তাই
গোপন কিছু নাই,
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে সব করেছে দান ॥
দখিন হাওয়ায় তার
সব খুলেছে দ্বার।
তারি নিমন্ত্রণে
ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই রাত-জাগা মোর গান ॥

রুদ্র বেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রূকুটী।
সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ঐ বজ্রবাণে যায় টুটি ॥
সুন্দর হে তোমায় চেয়ে
ফুল ছিল সব শাখা ছেয়ে,
ঝড়ের বেগে আঘাত লেগে ধূলায় তারা যায় লুটি ॥

মিলন দিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী।
ভীরুকে ভয় দেখাতে চাও এ কী দারুণ চাতুরী।
যদি তোমার কঠিন ঘায়ে
বাঁধন দিতে চাও ঘুচায়ে
কঠোর বলে টেনে নিয়ে বক্ষে তোমার দাও ছুটি ॥

পাখী বলে, "চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন নীরবে রও ॥
প্রাণ ভরে আমি গাহি যে-গান
সারা প্রভাতের সুরের দান,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে নীরবে রও ॥"
চাঁপা শুনে বলে, "হায় গো হায়,
যে আমার গাওয়া শুনিতে পায়
নহ নহ, পাখী, সে তুমি নও ॥"
পাখী বলে, "চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন গোপনে রও ॥
ফাগুনের প্রাতে উতলা বায়
উড়ে যেতে সে-যে ডাকিয়া যায়,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তবে হেন গোপনে রও ॥"
চাঁপা শুনে বলে, "হায় গো হায়,
যে আমার ওড়া দেখিতে পায়
নহ নহ, পাখী, সে তুমি নও ॥"

তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
এক-ই দখিন হাওয়ায় সেদিন দোঁহায় মোদের দুল দিল গো॥
সেদিন সে তো জানেনা কেউ
আকাশ ভরে কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী, আমার রঙীন ফুলে কূল নিল গো॥
সেদিন আমার মনে হোলো তোমার গানের তান ধরে
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো রইবে চিরকাল ধরে॥
গান তবু তো গেল ভেসে
ফুল ফুরালো দিনের শেষে,
ফাগুন বেলার মধুর খেলায় কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো॥

চৈত্র পবনে মম চিত্ত-বনে
বাণী-মঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা॥
যদি বিজনে দিন বহে যায়,
খর তপনে ঝরে পড়ে হায়,
অনাদরে হবে ধূলি-দলিতা,
ওগো ললিতা॥
তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি,
বুঝি বেলা আর নাহি, নাহি।
বন-ছায়াতে তারে দেখা দাও,
করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও,
কণ্ঠহারে করো সঙ্কলিতা
ওগো ললিতা॥

যৌবন সরসীনীরে
মিলন শতদল,
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল ॥
সরম-রক্তরাগে
তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধ কেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়ন-জল ॥
ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ—
সবেদন পরশন ॥
শঙ্কিত চিত্ত মোর
পাছে ভাঙে বৃন্তডোর,
তাই অকারণ করুণায়
মোর আঁখি করে ছল ছল ॥

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হ'য়ে মরে না ঘুরি'।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজ্‌লো বাঁশুরী,
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী ॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে,
মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে।
হাতের ধরা ধ'র্‌তে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হ'য়ে রই, করিনে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী ॥

হাটের ধুলা সয় না যে আর কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান।
জাগাক্ তারি মৃদঙ্গ-রোল,
রক্তে তুলুক্ তরঙ্গ-দোল,
অঙ্গ হতে ফেলুক্ ধুয়ে সকল অসম্মান,
সব কোলাহল দিক্ ডুবায়ে তাহার কলতান।
সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা,
সেই কথা আজ মনে করাও ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে
আবার ডাকো নিমন্ত্রণে,
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলক-লেখা আমায় করো দান॥

আজ কি তাহার বারতা পেলরে কিশলয়?
ওরা কার কথা কয় বন-ময়?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
সুরে সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয়?
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লি-মুখর ঘন-বনতলে,
এসো কবি, এসো, মালা পরো
বাঁশি ধরো,
হোক্ গানে গানে বিনিময়॥

নাই যদি বা এলে তুমি, এড়িয়ে যাবে তাই ব'লে?
অন্তরেতে নাই কি তুমি, সাম্‌নে আমার নাই ব'লে?

মন যে আছে তোমায় মিশে,
আমায় তবে ছাড়্‌বে কিসে ?
প্রেম কি আমার হারায় দিশে, অভিমানে যাই বলে ॥
বিরহ মোর হোক্‌না অকূল, সেই বিরহের সরোবরে
মিলন-কমল উঠ্‌ছে দুলে অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে।
তবু তৃষায় মরে আঁখি,
তোমার লাগি চেয়ে থাকি,
চোখের পরে পাব নাকি, বুকের পরে পাই ব'লে ॥

ফিরে ফিরে ডাক্ দেখিরে পরাণ খুলে,
দেখ্‌বো কেমন রয় সে ভুলে ॥
সে ডাক বেড়াক্ বনে বনে,
সে ডাক শুধাক্ জনে জনে
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক্ দুলে ॥
সাঁঝ সকালে রাত্রি বেলায় ক্ষণে ক্ষণে,
একলা ব'সে ডাক্ দেখি তায় মনে মনে।
নয়ন তোরি ডাকুক্ তারে,
শ্রবণ রহুক্ পথের ধারে,
থাক্‌না সে ডাক গলায় গাঁথা মালার ফুলে ॥

এ কী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে ?
আমার সয় না প্রাণে, কিছুতে সয় না যে ॥
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ,
রইবে কি আজ
আপন ভুবন-মাঝে ॥

বুঝতে নারি বনের বীণা
তোমার প্রসাদ পাবে কিনা ?
হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে ॥
কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী ?
লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী।
রিক্ত-পাতা শুষ্ক শাখে
কোকিল তোমার কই গো ডাকে,
শূন্য সভা, মৌন বাণী, আমরা মরি লাজে ॥

ভাঙ্‌বো, তাপস, ভাঙ্‌বো তোমার কঠিন তপের বাঁধন,
এই আমাদের সাধন ॥
চল্‌ কবি চল্‌ সঙ্গে জুটে,
কাজ ফেলে তুই আয়রে ছুটে,
গানে গানে উদাস প্রাণে, জাগারে উন্মাদন ॥
বকুল বনে মুগ্ধ হৃদয় উঠুক্‌ না উচ্ছ্বাসি',
নীলাম্বরের মর্ম্মমাঝে বাজাও সোনার বাঁশি।
পলাশ-রেণুর রঙ মাখিয়ে
নবীন বসন এনেছি এ,
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে পুরানো আচ্ছাদন ॥

লহো লহো, তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
নন্দন-নিকুঞ্জ হ'তে সুর দেহ তায় আনি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোকভরা বাণী,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥

পাষাণ আমার কঠিন দুঃখে তোমায় কেঁদে বলে,
পরশ দিয়ে সরস করো ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি',
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥৮

ওকি এলো, ওকি এলো না,
বোঝা গেল না।
ওকি মায়া, কি স্বপন-ছায়া,
ওকি ছলনা ॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরি ডোরে,
গানেরি তানে কি বাঁধিবে ওরে,
ও যে চির বিরহেরি সাধনা ॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহ-মিলন-মিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া-না-পাওয়া,
হৃদয়-বনে ও উদাসী-হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরম-কামনা ॥৯

কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা নাহি যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ॥
চকিত চোখের অশ্রু-সজল
বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল,

কোথা সে পথের শেষ,
কোন্ সুদূরের দেশ,
সবাই তোমায় তাই পুছে ॥
বাঁশরীর ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা,
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
এসো এসো এসো, আঁখি কয় কেঁদে,
তৃষিত বক্ষ বলে, রাখি বেঁধে,
যেতে যেতে ওগো প্রিয়,
কিছু ফেলে রেখে দিয়ো,
ধরা দিতে যদি নাই রুচে ॥

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে ॥
ওকি তার উত্তরীয় অশোক শাখায় উঠল দুলি',
আজি কি পলাশ বনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি,
ওকি তার চরণ পড়ে তালে তালে
মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে ॥
না গো না দেয়নি ধরা, হাসির ভরা
দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে।
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়
ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্তরাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্যজাগার আসন পাতে,
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে
মনকে সে রয় রঙ্গিতে ॥

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে ॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ,
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
　　বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
　　কানন কানন মর্ম্মরি ॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
　　গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
　　সমীরে সমীরে সঞ্চরি ॥

কোথা যে উধাও হ'লো মোর প্রাণ উদাসী
　　আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
　　অশান্ত বাতাসে ॥

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল ॥
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ॥
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন-লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল ॥

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা ॥
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মরমর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরুগুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে ?
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা ॥

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজি বিভাবরী॥

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কা'র তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।

কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে ॥

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে।
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে,
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই
প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ॥

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে ॥
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে ॥
বন্ধু বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে ॥

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘন গৌরবে নব-যৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ॥
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় করো নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী ॥
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে ছুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে।
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥

একলা বসে বাদল শেষে শুনি কত কী।
"এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী॥
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তা'রে
ডেকে গেল আকাশ পারে,
তাইতো সে যে উদাস হ'লো
নইলে যেত কি॥
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠ্‌ত কেঁপে তড়িৎ আলোর চকিত ইসারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি॥

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে ॥
পূব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেল চ'লে,"
শরৎ বলে, "ভয় কি সময় গেল ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটিবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে" ॥
কালো মেঘের আর কি আছে দিন ?
ও যে হ'লো সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো,"
শরৎ বলে, "মিল্‌বে যুগল কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে" ॥

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয় ॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টীপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয় ॥
জাগো জাগো, সখি,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি'।
মালতীর বনে বনে
ঐ শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয় ॥

ওগো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি॥
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি॥
বুকের খসা গন্ধ আঁচল রইল পাতা সে
কানন বীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি॥

যে ছায়ারে ধ'রব ব'লে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন॥
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন॥
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসা যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ॥

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে॥

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হ'লো ॥
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো ॥
গোপন অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি—
মালতী বিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা
নব প্রণয়-দোলায় দোলো ॥

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর বাণী।
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার ব্যথার বাঁশিখানি ॥
আমি যা বলিতে চাই হ'লো বলা,
ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মূরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি ॥

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে ?
ফুটে দিগন্তে অরুণ কিরণ-কলিকা ॥
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা ॥

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ॥
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া ॥

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে ॥
তোমার বুকে বাজ্‌লো ধ্বনি
বিদায় গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে ॥

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে।
সময় যে তা'র হ'লো গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ ক'রে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে॥

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাস্‌নে ফিরে দে তা'রে বিদায়॥
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়॥
কাঁদন হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চ'লে কতই তরী
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হ'য়ে গেল ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে'
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে'
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।

করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস
নবীন উষার পুষ্প সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো ॥

উজাড় করে' লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্র রাতের বেলায়
না হয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে।
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধূলায় ধূলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল ॥

তোমায় চেয়ে আছি ব'সে পথের ধারে, সুন্দর হে!
জ'ম্লো ধূলা প্রাণের বীণার তারে তারে, সুন্দর হে ॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথবো কিসে, কান্নারি গান বীণায় এনেছি সে,
দূর হ'তে তাই শুন্তে পাবে অন্ধকারে, সুন্দর হে!
দিনের পরে দিন কেটে যায়, সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায়, সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি, রঙীন্ পালে কবে আস্‌বে তরী?
পাড়ি দেবো কবে সুধারসের পারাবারে, সুন্দর হে ॥

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি কী জানি।
নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি।
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হ'তে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তা'রে॥
তোমারি সে ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে॥

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে,
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে ॥
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে ॥
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে ॥

আর রেখোনা আঁধারে আমায়
দেখ্‌তে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখ্‌তে দাও ॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
যাক্ না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে,
আমায় দেখতে দাও ॥
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জ'মল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখ্‌তে দাও ॥

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে॥
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে,
তবু ভয় হয় পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালীনিশি ভোরে॥

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টীকা,
করো হে আমার লজ্জাহরণ॥
পরশ রতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক্ তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হল খান্ খান্।

এবার তবে জ্বালো
আপন তারার আলো,
রঙীন ছায়ার এই গোধূলি হোক্ অবসান॥
এসো পারের সাথী,
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে
অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে
এনেছি এই গান॥

আমায় ক্ষমোহে ক্ষমো, নমোহে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে॥
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥
এ কি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে,
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে ॥
আমি কানন হ'তে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্য সম
ভরিনি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,
তোমার চরণে হোক্ তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে ॥

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে?
লাগল পালে নেশার হাওয়া পাগল পরাণ চলে গেয়ে ॥
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্‌রে বেয়ে।
আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব প'ড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোম্‌টা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে ॥

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণ-রসে নে পেয়ালা ভ'রে।

সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা।
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙীন ক'রে ॥
তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন ম'রেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক্ না সেই তিমির রাতি,
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিক্-ভোলাবার ঘোরে।

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো,
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া ॥
এলো আঁধার ঘিরে',
পাখী এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে,
প্রাণ সুধায় ভ'রে,
তুমি যাও যে স'রে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া ॥

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হ'লো কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে',
তারে হাওয়ায়-হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে॥

ভালোবাসি ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশী।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।
সেই সুরে সাগর-কূলে
বাঁধন খুলে'
অতল রোদন উঠে দুলে'।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে'-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি।

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠ্‌ল বেজে যেই
নীড়-বিরাগী হৃদয় আমার উধাও হ'লো সেই।
নীল অতলের কোথা থেকে
উদাস তারে করল যে কে!
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক-ঠিকানা নেই।
"সুপ্তি শয়ন আয় ছেড়ে আয়"
জাগে যে তার ভাষা,
সে বলে "চল্‌ আছে যেথায়
সাগরপারের বাসা।"

দেশবিদেশের সকল ধারা
সেইখানে হয় বাঁধন হারা,
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই॥

আজি মর্ম্মরধ্বনি কেন জাগিল রে
মম পল্লবে পল্লবে,
হিল্লোলে হিল্লোলে
থরথর কম্পন লাগিল রে।
কোন্ ভিখারী, হায়রে
এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে।
হৃদয় বুঝি তারে জানে
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তর মাঝে
সেই পথিকেরি পদধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিল রে॥

ধরণী দূরে চেয়ে
কেন আজ আছিস জেগে
যেন কার উত্তরীয়ের
পরশের হরষ লেগে।
আজিকার মিলন গীতি
ধ্বনিছে কানন-বীথি
মুখে চায় কোন্ অতিথি
আকাশের নবীন মেঘে।
ঘিরেছিস্ মাথায় বসন
কদমের কুসুম ডোরে,

সেজেছিস্ নয়ন পাতে
নীলিমার কাজল পরে।
তোমার ঐ বক্ষতলে
নবশ্যাম দূর্ব্বাদলে
আলোকের ঝলক ঝলে
পরাণের পুলক বেগে।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণ-পবন-পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে;

অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'লো
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণি তালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শঙ্কর হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে ॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ!
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হ'য়ে যাক্।
যাক্ পুরাতন স্মৃতি, যাক্ ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক্।
মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা।
রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি দাও আসি'
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্ঝটি-জাল যাক্ দূরে যাক্॥

নমো নমো, হে বৈরাগী!
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্ব্বাণহীন নির্ম্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি'।
নমো নমো, হে বৈরাগী॥

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি।
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী॥
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।
অম্বর প্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী॥

নমো, নমো, নম করুণাঘন নম হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শনধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে॥

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে॥

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক্ সোনার কদম্ব-ফুল
নিবিড় হর্ষণে ॥
ভরুক্ গগন, ভরুক্ কানন,
ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদনা-ভরা।
পরাণ-ভবানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক্ আড়াল,
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক্
পরম দর্শনে ॥

ঐ কি এলে আকাশ পারে
দিক্-ললনার প্রিয়
চিত্তে আমার লাগল তোমার
ছায়ার উত্তরীয়।
মেঘের মাঝে মৃদঙ্ তোমার
বাজিয়ে দিলে কিও,
ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব ॥
জটার গভীরে লুকালে রবিরে,
ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে!

মেঘমল্লারে কী বলো আমারে
কেমনে কবো ॥
বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো।
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব ॥

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার
আভাস পেলে।
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পুব হাওয়া কয় "ওর ত সময় নাই বাকি আর,"
শরৎ বলে, "যাক্ না সময় ভয় কিবা তার,—
কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে।"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ওযে হ'লো সাথীহীন।
পুব হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো,
শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল আকাশ মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে ॥

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।
কোন্ শূন্য হ'তে এল কার বারতা।
নয়ন কিসের প্র[illegible]-রত
বিদায় বিষাদে [illegible] মতো,
ঘন-কুন্তলভার ল[illegible] নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা ॥
কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে
মর্ম্মর মুখরিত মৃদুপবনে,
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য্য মানো ওগো ধৈর্য্য মানো,
বর-মাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান,
ফুল-গন্ধ-নিবেদন-বেদন সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা ॥

যাত্রা বেলায় রুদ্র রবে
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে।
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে।
মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চ'লে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।

নির্মল কান্ত, নমোহে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমোহে নমঃ।
বন অঙ্গনময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ।

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে॥
আমার মনের ভাবনা গুলি
বাহির হ'লো পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে॥
শরৎবাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলি তলে।
তাইতো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্মরানির
ঢেউ উঠালে॥

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু—
এই তো।

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
এই আলো তার এই তো আঁধার
এই আছে এই নেইতো।

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল?
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বন-ছায়ায়,
ভোর বেলায় বারে বারেই
ফিরিবারে হ'লি ব্যাকুল॥
কেনরে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা?
কোন্ ভাষায় চাস্ বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলে যায় বকুল॥

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি?
অশোক রেণুগুলি রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি?
ফুরোয় ফুল ফোটা, পাখীও গান ভোলে,
দখিন বায়ু সেও উদাসী যায় চ'লে।
তবু কি ভরি' তা'রে অমৃত ছিল না রে
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি?

নম, নম, নম।
তুমি ক্ষুধার্ত্তজন শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগে ধন্য
করো অন্তর মম।

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াষাতে
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা॥
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা।

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে"॥
শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝ'রে যায় নদীর তীরে।

যাক অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়-বাণীরে ॥
দেবতারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এলো আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে ॥

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আস্‌বে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আম্‌লকি ডাল সাজ্‌লো কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি
যায় যে চ'লে ॥
সইবে না সে পাতায় ঘাসে
পাণ্ডুরতা
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুম্‌কোলতা।
উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাতলো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কা'র
অট্টরোলে ॥

নম, নম, নম নম !
নির্দ্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্ম্মম,
যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দ্দম ॥

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদ ভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ,
হও প্রসন্ন ॥
সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা
মরণ-সত্রে ?
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী
প্রলয়-বেদনা নিল বুকে পাতি',
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য,
হও প্রসন্ন ॥

নম নম নম নম
তুমি সুন্দরতম।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ
উৎসবপতি মহানন্দ
তুমি সুন্দরতম॥

তোমার আসন পাতব কোথায়,
হে অতিথি?
ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায়
কানন-বীথি।
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দ কলি,
উত্তর বায় লুঠ্‌ ক'রে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরল-গীতি,
হে অতিথি॥
সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশী
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্ম্মে তাহার তোমার হাসি
দাও না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগ্‌বে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি॥

রঙ্ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা-সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে॥
আন বাঁশি তোর আন্‌রে,
লাগলো সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার গান রে।
সন্ধ্যাকাশের বুকফাটা সুর
বিদায়রাতি করবে মধুর
মাতলো আজি অস্তসাগর সুরের প্লাবনে॥

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ যে নাহি মানি।
বিদায়-লগনে ধরিয়া দুয়ার
তাইত তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো এসো বন্ধু আমার,"
বাষ্প-বিভল বাণী॥
যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বন পথে যবে যাবে, সে ক্ষণের
হয়তো বা কিছু র'বে স্মরণের,
তুলি' লবো সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি॥

মনে র'বে কি না র'বে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো॥
চ'লে যায় দিন যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে-যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো॥
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হবে থেমে যাবে বীণ,
যতখন থাকি ভবে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো;
তাই অকারণে গান গাই গো॥

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে!
অস্ত রবির তুলিখানি চুরি ক'রে।
বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস্ তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুল-রেণু
পাঠায় কে তোর দু-খানি পাখায় ভ'রে॥

যে-গুণী তাহার কীর্ত্তি নাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তা'র হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে ॥

রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥
যাবার আগে যাওগো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নির্ঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্ বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।
যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা,
যখন অন্ধ নয়ন শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া।
যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে-যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,—
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
করো গো দেশছাড়া।
আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাইনে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া।

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে
থৈ থৈ নর্ত্তন নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধন-ছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে॥

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো।
তাইতো তোমার বাণী বাজে
ঝর্না-ঝরানো।

আমার বাঁশি তোমার হাতে
ফুটোর পরে ফুটো তাতে,
তাই শুনি সুর অমন মধুর
পরাণ-ভরানো ॥
তোমার হাওয়া যখন জাগে
আমার পালে বাধা লাগে,
এমন ক'রে গায়ে প'ড়ে
সাগর-তরানো ॥
ছাড়া পেলে একেবারে
রথ কি তোমার চল্‌তে পারে,
তোমার হাতে আমার ঘোড়া
লাগাম-পরানো ॥

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চম্‌কে ওঠে মন।
গোপন পথে আপন মনে
বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ!
নিত্য যেথায় আনাগোনা
হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধূলো আস্‌ছে কতই জন।
কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায়-যে ডেকে
পথ-হারাকে করে সচেতন ॥

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

তোমার অভিসারে
যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে ॥
পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে,—
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে ॥

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে,
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও-যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত
পায় না সাড়া মনের মতো,
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে
অশ্রুধারায় ম'জে ॥
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে ?
এই যে আমি মালা আনি
তা'র বাণী কেউ শোনে ?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই-যে পেতে,
বাঁশি বিছায় বিষাদ ছায়া
তা'র ভাষা কেউ বোঝে ?

ফুল তুলিতে ভুল করেছি
প্রেমের সাধনে।
বঁধু তোমায় বাঁধ্‌ব কিসে
মধুর বাঁধনে।
ভোলাব না মায়ার ছলে,
রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেল্‌ব না মোর
হাঁসি-কাঁদনে ॥
রইল শুধু বেদনভরা আশা,
রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি,
চোখের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই-বা ভোলাই
রঙের ধাঁদনে ॥

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধ সুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝ্‌তে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তা'রে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীলগগনের ললাটখান
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেছে আজ পাখা।

পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কী এ ?
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী
বাসর প্রদীপ জ্বালো ॥

ডাকিল মোরে জাগার সাথী।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে
প্রভাত হোলো আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশী তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী
লেখন রেখা দিয়েছে লেখি।
মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি' ॥

হায়রে ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়
পায় না ঠিকানা ॥
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল নিশানা ॥

কেমন ক'রে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা,
আলোয় ছায়ায় রঙীন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা॥

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও ব'লে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও ব'লে॥
চপল লীলা ছলনা ভরে
বেদনখানি আড়াল ক'রে,
যে-বাণী তব হয়নি বলা নাও ব'লে॥
হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা।
হায়রে অভিমানিনী নারী
বিরহ হলো দ্বিগুণ ভারি
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও ব'লে॥

কাছে যবে ছিল, পাশে
হোলোনা যাওয়া।
চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হ'তে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া॥

যেখানে হোলোনা খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া॥

এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেল্‌তে হবে।
ওগো পথিক পথের টানে
চলেছিলে মরণ পানে
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে॥
মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে—
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্ন স্রোতে ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুইজনারে,
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেল্‌তে হবে।

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির-করা
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।
আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।

দূরে বারি যায় চ'লে,
লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা ॥

মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেছ কি ফের নাই, বুঝিব কেমনে ।।
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হোলো কি তাহা ভাবি মনে মনে ।।
গোধূলি-লগনে পাখী ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফের নি আপন দেশে,
বিরাম-বিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে ॥

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে।
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে ॥
বিরহের দাহ আজি হোলো যদি সারা,
ঝরিল মিলন-রসের শ্রাবণ-ধারা,
তবুও এমন গোপন বেদন তাপে
অকারণ দুখে পরাণ কেন দুখায় রে ॥
যদিবা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল।
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হোলো তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয় ঘন ছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে ॥

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো॥
কেউবা অতি জ্বল জ্বল কেউবা ম্লান ছল-ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর, একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো॥
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো।
যে-মূর্ত্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো!

সর্ব্ব খর্ব্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো॥
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে-যে,
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

মন-যে বলে, চিনি চিনি
যে-গন্ধ বয় এই সমীরে।
কে ওরে কয় বিদেশিনী
চৈত্র-রাতের চামেলীরে॥
রক্তে রেখে গেছে ভাষা,
স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা,
কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে
কোন্ বনে কোন্ সিন্ধুতীরে॥
এই সুদূরে পরবাসে
ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।
মোর পুরাতন দিনের পাখী
ডাক শুনে তার উঠ্‌ল ডাকি,
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে
অশ্রুজলের ভৈরবীরে॥

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ঐ,
তিমির-জয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই।
মলিন হল শুভ্র বরণ,
অরুণ সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল
উষা জ্যোতির্ম্ময়ী।
সুপ্তি-সাগর তীর বেয়ে সে
এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালী মেখে।

রবির রশ্মি, কইগো তোরা,
কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়-শৈল-শৃঙ্গ হতে
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ ॥

জাগো হে রুদ্র জাগো,
সুপ্তি-জড়িত তিমির-জাল
সহে না সহে না গো ॥
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে
বিমুক্ত করো তারে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু, মাগো ॥

বকুল গন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে।
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দন-তীর হতে ॥
পলাশ কলি দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে।
আকাশ-পারে পেতে আছে একলা আসনখানি,—
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ জবায় কনক চাঁপায় অশোকে অশ্বথে ॥

প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে ॥

জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে ॥
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে,
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথী হল আপন সাথে,
সব-হারা যে সব পেল তার কূলে কূলে ॥

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে ॥
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি,
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ পরে ॥
পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে,
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুন বেলার বুকের মাঝে
পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে,
প্রাণের কথা ভাষা হারায় চোখের জলে ঝরে ॥

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো,
ঐ-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরো থরো ॥
বাজল তূর্য্য আকাশ-পথে,
সূর্য্য আসেন অগ্নি-রথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়-খড়্গ ধরো ॥
ধর্ম্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী,
অমর বীর্য্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।

দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণ চিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয় বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো ॥

জাগো জাগো
আলস-শয়ন-বিলগ্ন।
জাগো জাগো
তামস-গহন-নিমগ্ন ॥
ধৌত করুক্ করুণারুণ বৃষ্টি
সুপ্তি-জড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগো, জাগো
দুঃখভারনত উদ্যম ভগ্ন ॥
জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক্ চিত্ত
ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত,
জাগো, জাগো
পুণ্যবসন পরো লজ্জিত নগ্ন ॥

আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে
সে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থরাতের তারার কাছে ॥
ললাটে তার পড়ুক লিখা
তোমার লিখন, ওগো শিখা,
বিজয়টীকা দাও গো এঁকে এই সে যাচে।
হায় কাহার পথে বাহির হলে বিরহিণী,
তোমার আলোক ঋণে করো তুমি আমায় ঋণী।
তোমার রাতে আমার রাতে
এক আলোকের সূত্রে গাঁথে,
এমন ভাগ্য হায় গো আমার
হারায় পাছে ॥

শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণ গীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত॥
গ্রহণ করো তারে
তিমির পরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত।

অনেক দিনের আমার যে-গান
আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি
ঘুরে বেড়াও কোন্ বাতাসে॥
যে-ফুল গেছে সকল ফেলে
গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,
যার আশা আজ শূন্য হল
কী সুর জাগাও তাহার আশে।
সকল গৃহ হারাল যার
তোমার তানে তারি বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান
তার মিলনের আনে ভাষা।
শুকাল যেই নয়নবারি
তোমার সুরে কাঁদন তারি,
ভোলা দিনের বাহন তুমি
স্বপ্ন ভাসাও দূর আকাশে॥

আজি ঐ আকাশ 'পরে সুধায় ভরে
আষাঢ় মেঘের ফাঁক।

আমার হৃদয় মাঝে মধুর বাজে
কী উৎসবের শাঁখ।
একি হাসির বাঁশির তান,
একি চোখের জলের গান,
পাইনে দিশে কে জানি সে
দিল আমায় ডাক্॥
আমায় নিরুদ্দেশের পানে
কেমন করে টানে
এমন করুণ গানে।
ঐ পথের পারের আলো
আমার লাগল চোখে ভালো,
গগনপারে দেখি তারে
সুদূর নির্বাক।

আমার মাঝে তোমারি মায়া
জাগালে তুমি কবি।
আপন মনে আমারি পটে
আঁকো মানস-ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখো মোরে কেমনে কব,
আপন মনে মেঘ-স্বপন
আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি
ভাবের জাহ্নবী॥
তোমারি সোনা বোঝাই হল
আমি তো তার ভেলা,
নিজেরে তুমি ভোলাবে বলে
আমারে নিয়ে খেলা।

কণ্ঠে মম কী কথা শোন
অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে
তোমারি ভৈরবী।
মুকুল মম সুবাসে তব
গোপনে সৌরভী॥

আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে॥
বাদল প্রাতের উদাস পাখী
ওঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে
পিছু ডাকে॥
ভরা নদী ছায়ার তলে
ছুটে চলে,
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে
থেকে থেকে
বিদায় প্রাতের উতলাকে
পিছু ডাকে॥

এস আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এস তুমি যে আছ অন্তরে॥
স্বপন-দুয়ার খুলে এস অরুণ আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে
এস আমার ঘরে॥

দুঃখ-সুখের দোলে এস,
প্রাণের হিল্লোলে এস।
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুন বাতাসে
বনের আকুল নিঃশ্বাসে,
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এস বুকের পরে॥

ঐ শুনি যেন চরণধ্বনি রে
শুনি আপন মনে।
বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে॥
পাবার আগে কিসের আভাস পাই,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে তাই,
মালার গন্ধ এল যারে জানি স্বপনে॥
ফুলের মালা হাতে ফাগুন চেয়ে আছে (ঐ যে)
তার চলার পথের কাছে (ঐ যে)।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে আজি
ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ ওঠে বাজি,
আশার হাওয়া লাগে
ঐ নিখিল গগনে।

ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে॥
আপনারি মনে জানিনা একেলা
হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা।
তুমি আপনায় খুঁজিয়া ফের,
কী তুমি আপনায় হারালে॥
একি মনে রাখা, একি ভুলে যাওয়া,
একি স্রোতে ভাসা, একি কূলে যাওয়া।

কভু-বা নয়নে কভু-বা পরাণে
কর লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু-বা ছায়ায় কভু-বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে ॥

জানি হল যাবার আয়োজন,
তবু পথিক থাম কিছুক্ষণ ॥
শ্রাবণ-গগন বারি ঝরা
কানন-বীথি ছায়ায় ভরা,
শুনি জলের ঝরঝরে
যূথীবনের ফুলঝরা ক্রন্দন ॥
যেয়ো,
যখন বাদল শেষের পাখী
পথে পথে উঠ্‌বে ডাকি।
শিউলি বনে মধুর স্বরে
জাগবে শরৎ-লক্ষ্মী যবে
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে
পর্‌বে ভালে মঙ্গল-চন্দন ॥

তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও
সে-ঘুম আমার রমণীয়।
জাগরণের সঙ্গিনী সে,
তারে তোমার পরশ দিয়ো ॥
অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা,
গোপনে চায় আলোক-সুধা,
আমার রাতের বুকে সে-যে
তোমার প্রাতের আপন প্রিয় ॥

তারি লাগি আকাশ রাঙা
আঁধার-ভাঙা অরুণ-রাগে,
তারি লাগি পাখীর গানে
নবীন আশার আলাপ জাগে।
নীরব তোমার চরণধ্বনি
শুনায় তারে আগমনী,
সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে
সকাল বেলায় তুলে নিয়ো।

নীল আকাশের কোণে কোণে
ঐ বুঝি আজ শিহর লাগে। (আহা)
শাল পিয়ালের বনে বনে
কেমন যেন কাঁপন জাগে॥ (আহা)
সুদূরে কার পায়ের ধ্বনি
গণি গণি দিন রজনী
ধরণী তার চরণ মাগে॥ (আহা)
দখিণ হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
কেন ডাকিস্ "জাগো, জাগো,"
ফিরিস্ মেতে শিরীষ বনে,
শোনাস্ কানে কোন্ কথা গো।
শূন্যে তোমার, ওগো প্রিয়,
উত্তরীয় উড়্‌ল কি ও
রবির আলোর রঙীন রাগে॥ (আহা)

পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই
যে-পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেল বেলার জুঁই॥

সে-পথ দিয়ে গেছে রে তোর সন্ধ্যা মেঘের সোনা
প্রাণের ছায়াবীথি-তলে গানের আনাগোনা।
রইল না কিছুই।
পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই,
যে পথে তার পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই
পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠবে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া।
ছুঁই তারে না ছুঁই।
পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই।

প্রভাত আলোরে মোর
কাঁদায়ে গেলে,
মিলন মালার ডোর ছিঁড়িয়া ফেলে॥
পড়ে যা রহিল পিছে
সব হয়ে গেল মিছে,
বসে আছি দূর পানে নয়ন মেলে॥
একে একে ধূলি হতে কুড়ায়ে মরি
যে ফুল বিদায় পথে পড়িছে ঝরি।
ভাবিনি রবে না লেশ
সেদিনের অবশেষ,
কাটিল ফাগুন বেলা কী খেলা খেলে॥

বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে॥
ভালোবাসা যদি মেশে আধাআধি মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে।

ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে ॥
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা,
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে,
বাহির বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে,
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে।
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥

মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য কর করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ ॥
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ ॥
পথিক-বন্ধু ছায়ার আসন পাতি
এস শ্যামসুন্দর,
এস বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ ॥

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে
শেষ বরষার ধারা ঢেলে ॥
সময় যদি ফুরিয়ে থাকে
হেসে বিদায় কর তাকে,
এবার না হয় কাটুক বেলা অসময়ের খেলা খেলে ॥
মলিন তোমার মিলাবে লাজ,
শরৎ এসে পরাবে সাজ।
নবীন রবি উঠবে হাসি,
বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশি,
কালোয় আলোয় যুগলরূপে
শূন্যে দেবে মিলন মেলে।

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিক প্রান্তে, বনে বনান্তে
শ্যাম প্রান্তরে আম্রছায়ে,
সরোবর-তীরে নদী-নীরে,
নীল আকাশে মলয় বাতাসে,
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী ॥
নগরে গ্রামে কাননে
দিনে নিশীথে
পিক-সঙ্গীতে নৃত্য-গীত-কলনে
বিশ্ব আনন্দিত ॥
ভবনে ভবনে
বীণা তান রণ-রণ ঝঙ্কৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়েরে
নব প্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত্ত উচ্ছলি' উন্মাদনা
ঝন ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে ॥

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা   সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা ॥
মন্দাকিনীর ধারা,
উষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা ॥
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা ॥

তুমি সুন্দর যৌবনঘন
রসময় তব মূর্ত্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয় পরিপূর্ত্তি ॥
নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কল গুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,
মরণহীন চির নবীন
তব মহিমা স্ফূর্ত্তি ॥

আন্ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে,
এই সুসময় ফুরায় পাছে ॥
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশ কানন ধৈর্য্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে ॥

প্রজাপতি রঙ ভাসাল নীলাম্বরে
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস 'পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় জাগো জাগো,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্ত রঙের জাগ্‌ল প্রলাপ অশোক গাছে ॥

ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রং লাগ্‌ল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউএর দোলে
মর্ম্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান ॥
পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমার রজনী-গন্ধায়
রূপ সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙীন স্বপন মাখা।
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান ॥

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে ॥
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা, গাইবি বলে ॥

কমল বরণ গগন মাঝে
কমল চরণ ঐ বিরাজে।
ঐখানে তোর সুর ভেসে যাক্,
নবীন প্রাণের ঐ দেশে যাক্,
ঐ যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥ ৮

নিবিড় অমা-তিমির হতে
বাহির হল জোয়ার স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজাল ডালা অমরা-কুলে
আলোর মালা চামেলি-বরণী।
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥
তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী।
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগ্‌ল-যে দোল্।
স্থলে জলে বন-তলে
লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥
বেণুবন মর্ম্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিণা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা,
মাধবী-বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি,
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি॥
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে যে গেছে লিখি॥
কখন্ দখিণ হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি॥

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে, বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল॥
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো,
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলাল,

মর্ম্মর তানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোর কোলাহল ॥
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার,
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির-তাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল ॥

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
করুণ রঙীন পথ।
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ ॥
সে-যে সাগর পারের বাণী
মোর পরাণে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্ব্বত ॥
দুঃখসুখের এপারে ওপারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রু-সলিলে
ভরে যায় দু-নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি পুন নিয়ে যাবে টানি
তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া,
যাবে সে স্বপনবৎ ॥

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি
ভরি দিল বকুলের গন্ধে॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙাল দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি'
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে॥

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্ম্মে মর্ম্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে,
তব নন্দনবন অঙ্গন দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাত মালা সুগন্ধ হানে॥

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন॥
অধীর সমীর ভরে
উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধ সনে হল মন সুদূরে বিলীন॥
পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরি তাপে,
মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।

কেন জানি অকারণে
সারাবেলা আনমনে
পরাণে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন ॥

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক,
যায় যদি সে যাক ॥
রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে ।
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক ॥
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে ।
তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্ ॥

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি ॥
তখনো কুহেলিজালে
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণ-মালিকা
উঠিতেছে ছলছলি ॥
এখনো বনের গান
বন্ধু হয়নি-তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি ।

ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝর ঝর হল এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস্ বলি' ॥

ঝরা পাতাগো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে ॥
ঝরা পাতাগো, বসন্তী রং দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ,
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মত আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙীন করি,
অস্তরবি লাগাক্ পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে ॥

কখন্ দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণ মালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অরুণ মেঘে
বিদায় বাঁশরী বাজে অশ্রু গালা ॥
গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখ-ডোরে
বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহ-বেদন-ঢালা ॥

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন।
সৌরভ-ধনে তখন তুমি হে শাল
বসন্তে কর ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বন-সভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্মর-মুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হ'তে বেদনে।
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন
যে বাণী নীরব নয়নে॥

বাজে করুণ সুরে, (হায় দূরে,)
তব চরণ-তল-চুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থ-চিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে॥
যূথী গন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

নীলাঞ্জন ছায়া,
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ-
পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
কান্ত-বিরহ কান্তারে।

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন আঙিয়া।
বিহান বেলা আঙিনা তলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ-দুটি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাচনী।

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা॥

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সংকটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়
আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়
দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

সাধন কি মোর আসন নেবে
হট্টগোলের কাঁধে,
খাঁটি জিনিষ হয় রে মাটি
নেশার পরমাদে।
কথায় তো শোধ হয় না দেনা
গায়ের জোরে জোড় মেলে না,

গোলেমালে ফল কি ফলে
জোড়াতাড়ার ছাঁদে।
কে বলো তো বিধাতারে
তাড়া দিয়ে ভোলায়।
স্বষ্টিকবের ধন কি মেলে
জাদুকরের ঝোলায়।
মস্ত বড়োর লোভে শেষে
মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যর্থ আশা জড়িয়ে পড়ে
সর্ব্বনাশার ফাঁদে॥

আজি সাঁঝের যমুনায় গো
তরুণ চাঁদের কিরণ-তরী
কোথায় ভেসে যায় গো।
তারি সুদুর সারি গানে
বিদায়-স্মৃতি জাগায় প্রাণে,
সেই যে দুটি উতল আঁখি
উছল করুণায় গো॥
আজ মনে মোর যে-সুর বাজে
কেউ তা শোনে নাই কি,
একলা প্রাণের কথা নিয়ে
একলা এদিন যায় কি।
যায় যদি যাক্, ফিরে ফিরে
লুকিয়ে তুলে নেয়নি কি রে
আমার পরম বেদনখানি
আপন বেদনায় গো॥

মনরে ওরে মন
তুমি কোন্ সাধনার ধন।
পাইনে তোমায় পাইনে
শুধু খুঁজি সারাক্ষণ।
রাতের তারা চোখ না বোজে
অন্ধকারে তোমায় খোঁজে,
দিকে দিকে বেড়ায় ডেকে
দখিন সমীরণ।
সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি
খোঁজে নিজের রতনমণি,
তেমনি করে আকাশ ছেয়ে
অরুণ আলো যায়-যে চেয়ে,
নাম ধরে তোর বাজায় বাঁশি
কোন্ অজানা জন॥

সকালবেলায় কুঁড়ি আমার
বিকালে যায় টুটে।
মাঝখানে হায় হয়নি দেখা,
উঠ্‌ল যখন ফুটে॥
ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি
ধুলো থেকে আনিস্ তুলি,
শুকনো পাতার গাঁথ্‌ব মালা
হৃদয় পত্রপুটে॥
যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি,
এখন আন্ কুড়ায়ে দিনের শেষে
অসময়ের ছিন্ন বাকি।

কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা
আঁধারকে দেয় যে-সান্ত্বনা,
তাই নিয়ে মোর মিটুক্ আশা,
স্বপন গেছে ছুটে ॥

ওগো জলের রাণী
ঢেউ দিয়োনা ঢেউ দিয়োনা গো
আমি-যে ভয় মানি।
কখন্ তুমি শান্ত গভীর কখন্ টলোমলো,
কখন্ আঁখি অধীর হাস্যমদির কখন্ ছলোছলো।
কিছুই নাহি জানি।
যাও কোথা চঞ্চলি,
ওগো ব্যাকুল বকুলবনের মুকুল-অঞ্জলি।
দখিন হাওয়ায় বনে বনে জাগ্‌ল মরমরো
বুকের পরে পুলক ভরে কাঁপুক্ থরোথরো
সুনীল আঁচলখানি।
হাওয়ার দুলালী
নাচের তালে শ্যামল কূলের মন ভুলালি।
অরুণ আলোর মাণিকমালা দোলাব ঐ স্রোতে,
দেব হাতে গোপন রাতে আঁধার গগন হতে
তারার ছায়া আনি ॥

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে
ওগো সাকী দেবে নাকি পেয়ালা মোর ভ'রে ভ'রে।
রসের ধারা সুধায় ছাকা
মৃগনাভির আভাস মাখা,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে।

মুখ তুলে চাও ওগো প্রিয়ে।
তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
এক রজনীর মতো এবার দাওনা আমায় অমর ক'রে।
নন্দন নিকুঞ্জ শাখে
অনেক কুসুম ফুটে থাকে
এমন মোহন রূপ দেখি নাই, গন্ধ এমন কোথায় ওরে।

সে যে মনের মানুষ কেন তারে
বসিয়ে রাখিস্ নয়ন দ্বারে।
ডাক্‌না রে তোর বুকের ভিতর
নয়ন ভাসুক নয়ন ধারে।
যখন নিববে আলো আস্‌বে রাতি
হৃদয়ে দিস্ আসন পাতি',
আসবে সে যে সঙ্গোপনে
বিচ্ছেদেরি অন্ধকারে॥
তার আসা যাওয়ার গোপন পথে
সে আসবে যাবে আপন মতে।
তারে বাঁধবে বলে যেই করো পণ
সে থাকে না থাকে বাঁধন,
সেই বাঁধনে মনে মনে
বাঁধিস্ কেবল আপনারে॥

বনে যদি ফুট্‌ল কুসুম
নেই কেন সেই পাখী,
কোন্ সুদূরের আকাশ হ'তে
আন্‌ব তারে ডাকি।

হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে,
পাতায় পাতায় নাচন লাগে,
এমন মধুর গানের বেলায়
সেই শুধু রয় বাকি।
উদাস-করা হৃদয়হরা
না জানি কোন্ ডাকে,
সাগরপারের বনের ধারে
কে ভুলাল তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায়
বারে বারে ডাকে-যে তায়
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায়
কেন সে দেয় ফাঁকি।

পরবাসী চলে এস ঘরে
অনুকূল সমীরণ ভরে।
ঐ দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার,
সারি গান উঠিল অম্বরে।
আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
মন-যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
নির্ব্বাসিত বাহিরে অন্তরে।

দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা হৃদয়-আকাশে,
দোল্ ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা সে।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে
বচনহারা ধ্যানের পারে,
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে।
দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে
লাগ্‌ল যে রং পূর্ণিমাতে,
আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে।

অনন্তের বাণী তুমি বসন্তের মাধুরী উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে।
বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে
সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে।
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয় হিন্দোল,
নয়নপল্লবে হাসি
হিল্লোলি উঠিবে ভাসি,
মিলন মল্লিকামালা পরাইবে পরাণ-বল্লভে।

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি কখনো ভুলি কখনো শুনিনা যে।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে,
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে,

তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে।
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনিনা-যে।
চলিতেছিনু তব কমলবনে
পথের মাঝে ভুলাল পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুন রাতে জাগে,
তোমার সুর অশোক-শাখে অরুণ রেণুরাগে।
সে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে
গুঞ্জরিত ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে।
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে,
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনিনা-যে।

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হতে আমারে দিল ছুটি।
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি,
সুদূর বনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।
ঘাসেব ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপি চুপি কী করুণ কথা কহিল সারাগায়ে।
আমের বোল ঝাউয়ের দোল ঢেউয়ের লুটোপুটি
বুকের কাছে সবাই এল জুটি॥
চপল তব নবীন আঁখি দুটি
যা কিছু মোর ভাবনা ছিল সকলি নিল লুটি।
সকল-ভোলা ডাকিয়া মোরে আনিল লীলাভরে
দুয়ার খোলা পুরাণো খেলাঘরে,

যেথায় ছিনু সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান যেখানে গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে বানের মতো ক্ষ্যাপামি এল ছুটি
কাজের বাধা সকলি গেল টুটি।
চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সে আঁখিপাতে আকাশ উঠে ফুলের মতো ফুটি।
ইসারা তার চমক দেয় চিতে
অশোক বন বাজিয়া উঠে রঙীন রাগিণীতে।
অলস হাওয়া আধেক জেগে জেগে
গগন পটে কী ছেলেখেলা খেলায় মেঘে মেঘে।
কমল কলি বুলায় বুকে কোমল কচি মুঠি,
পরাণে মনে নিখিলে জেগে উঠি॥

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কনে কিনিকিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি।
পারুল শুধাইল, কে তুমি গো,
অজানা কাননের মায়ামৃগ।
কামিনী ফুলকুল বরষিছে
পবন এলোচুল পরশিছে
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি॥

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা
মনে হয় কেন পুন বুঝি দিল দেখা,
বনে বনে তব লেখনী-লীলার রেখা,
নব কিশলয়ে কোন্ ভুলে এল ভুলি,
তোমার আখরগুলি।
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি ছোঁওয়া বাণী
দখিন পবনে মনে দিল আজি আনি,
বিরহব্যথার প্রথম পত্রখানি।
মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি,
তোমার আখরগুলি।

জানি তোমার অজানা নাহি গো
কী আছে আমার মনে,
আমি গোপন করিতে চাহি গো
ধরা পড়ে দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চ'লে যাই কেবলি
পথপাশে দিন বাহি গো।
তুমি দেখে যাও আঁখি কোণে
কী আছে আমার মনে॥

চির—নিশীথ তিমির গহনে
আছে মোর পূজাবেদী
তুমি চকিত হাসির দহনে
সে তিমির দাও ভেদি।

বিজন দিবস রাতিয়া
কাটে খেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো,
তুমি শুনে যাও খনে খনে
কী আছে আমার মনে ॥

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
গন্ধ ছড়াল ঘুমের প্রান্তপারে।
গোধূলি আলোকে একা এসেছিল ভুলে
পথহারা ফুল অন্ধরাতের কূলে
অরুণ আলোর বন্দনা করিবারে।
ক্ষীণ দেহে মরি মরি
সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে।
কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে,
জানি না কী নামে স্মরণ করিব ওকে।
আঁধারের যারা পথিক গোপনে চলে
পরিচয়হীন সেই তারাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে।
করুণ মাধুরীখানি
কহিতে জানে না বাণী।
কেন এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে।

আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে,
শুধায় আমারে এসেছি এ কোন্‌খানে।
এসেছ আমার জীবন-লীলার রঙ্গে
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে
এসেছ আমার স্বর তরঙ্গ গানে।

আমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত আলোক মাঝে
শুধায় আমারে এসেছি এ কোন্ কাজে।
টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে
বিবশ চিত্ত ভরিতে অলস গন্ধে
বাজাতে বাঁশরী প্রেমাতুর দুনয়ানে॥

কেনরে এতই যাবার ত্বরা,
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভরা।
এখনি মাধবী ফুরাল কি সবি,
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী
নিল কি বিদায় শিথিল করবী
বৃন্তঝরা।
এখনি তোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে।
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল
কপোতকূজনে হল-যে আকুল
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল
বসুন্ধরা।

কাঁদার সময় অল্প, ওরে, ভোলার সময় বড়ো
যাবার দিনের শুকন বকুল মিথ্যে করিস্ জড়ো।
আগমনীর নাচের তালে
নতুন মুকুল নামল ডালে,
নিঠুর হাওয়ায় পুরাণ ফুল ঐ যে পড়ো-পড়ো।
ছিন্নবাঁধন পান্থরা যায় ছায়ার পানে চ'লে,
কান্না তাদের রইল পড়ে শীর্ণ তৃণের কোলে।

জীর্ণ পাতা উড়িয়ে ফেলা
কর খেলা সেই শিশুর খেলা,
নতুন গানে কাঁচা সুরের প্রাণের বেদী গড়ো।

কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী উঠেছে বাজি।
ভালো বেসেছিনু এই ধরণীরে
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি।
নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে,
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগেছিল বারেবার
মনে পড়ে তাই আজি॥

সেই ভালো সেই ভালো
আমায় না হয় না জান।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে
কাছে কেন লাজে লাজান।
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর,
বেণুবন ছায়া হয়েছে মধুর,

থাক্‌না এমনি গন্ধে বিধুর
মিলন কুঞ্জ সাজান।
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল
নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল এলোথেলো চুল
দেখেছি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা
মর্মে আমার আছে সে বারতা,
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশিটি বাজান॥

অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।
যে আছে মম গভীর প্রাণে ভেদিবে তারে হাসির বাণে
চকিতে চাহো মুখের পানে তুমি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই ফিরিয়া যাই চলি।
আমার চোখে যে-চাওয়াখানি ধোওয়া সে আঁখিলোরে,
তোমারে আমি দেখিতে পাই তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে আপনি ঢাকা আপন কাছে
নিজের অগোচরেই পাছে আমারে যাও ছলি,
তোমারে তাই এড়াতে চাই ফিরিয়া যাই চলি॥

দে পড়ে দে আমায় তোরা
কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার দূরের বাণীর পরশমাণিক
লাগুক আমার প্রাণে এসে।

শস্যক্ষেতের গন্ধখানি
একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া
লাগুক্ আমার মুক্তকেশে।
নীল আকাশের সুরটি নিয়ে
বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরণ
মেলুক্ আমার বাতায়নে।
সূর্য্য ডোবার রাঙা বেলায়
ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন মনে চোখের কোণে
অশ্রু আভাস উঠবে ভেসে॥

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে
পিছন পানে চাইনে ফিরে।
কর্ম্ম আমার বোঝাই ফেলা,
খেলা আমার চলার খেলা,
হয়নি আমার আসন মেলা,
ঘর বাঁধিনি স্রোতের তীরে॥
বাঁধন যখন বাঁধতে আসে
ভাগ্য আমার তখন হাসে।
ধূলা ওড়া হাওয়ার ডাকে
পথ যে টেনে লয় আমাকে,
নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে
গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে॥

এবার এল সময় রে তোর শুক্‌নো পাতাঝরা
যায় বেলা যায় রৌদ্র হল খরা।
অলস ভ্রমর ক্লান্ত পাখা, মলিন ফুলের দলে
অকারণে দোল দিয়ে যায় কোন্ খেয়ালের ছলে।
স্তব্ধ বিজন ছায়াবীথি বনের ব্যথাভরা।
মনের মাঝে গান থেমেছে সুর নাহি আর লাগে
শ্রান্ত বাঁশি আর তো নাহি জাগে।
যে গেঁথেছে মালাখানি সে গিয়েছে ভুলে
কোন্‌কালে সে পারে গেল সুদূর নদীকূলে।
রইল রে তোর অসীম আকাশ অবাধ প্রসার ধরা।

শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদন আনে।
তরুণ মুখের করুণ হাসি
গোধূলি আলোয় উঠেছে ভাসি,
প্রথম ব্যথার প্রথম বাঁশি
বাজে দিগন্তে কী সন্ধানে
শেষের গানে।
আজি দিগন্তে মেঘের মায়া
সে আঁখি-পাতায় ফেলেছে ছায়া।
খেলায় খেলায় যে কথাখানি
চোখে চোখে যেত বিজলি হানি,
সেই প্রভাতের নবীন বাণী
চলেছে রাতের স্বপন পানে
শেষের গানে।

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদুবায়।
বনের ছায়া মনের সাথী বাসনা নাহি কিছু
পথের ধারে আসন পাতি, না চাহি ফিরে পিছু,
বেণুর পাতা মিশায় গাথা নীরব ভাবনায়।
মেঘের খেলা গগনতটে অলস লিপি-লিখা,
সুদূর কোন্ স্মরণপটে জাগিল মরীচিকা।
চৈত্র দিনে তপ্ত বেলা তৃণ আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধভেলা ভাসায় বাতাসেতে।
কপোত ডাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায়॥

এ-পথে আমি-যে গেছি বারবার
ভুলিনি তো একদিনো।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার
উঠিল বনের তৃণ।
তবু মনে মনে জানি, নাই ভয়,
অনুকূল বায়ু সহসা-যে বয়,
চিনিব তোমায় আসিবে সময়
তুমি-যে আমায় চিন।
একেলা যেতাম যে-প্রদীপ হাতে
নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে
ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে-ফুল
জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল,
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল
সঙ্কেত আছে লীন॥

আমার প্রাণে গভীর গোপন
মহা আপন সে কি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।
যবে দুর্দম ঝড়ে
আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন পরে
নয়ন যায় গো ঠেকি।
যখন আসে পরম লগন
তখন গগন মাঝে
তাহারি ভেরী বাজে।
বিদ্যুৎ উদ্ভাসে
বেদনারি দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী
যায় হৃদয়ে লেখি॥

দিন পরে যায় দিন বসি পথপাশে
গান পরে গাই গান বসন্ত বাতাসে।
ফুরাতে চায় না বেলা তাই সুর গেঁথে খেলা,
রাগিণীর মরীচিকা স্বপ্নের আভাসে।
দিন পরে যায় দিন নাই তব দেখা,
গান পরে গাই গান রই বসে একা।
সুর থেমে যায় পাছে তাই নাহি আস কাছে,
ভালোবাসা ব্যথা দেয় যারে ভালোবাসে॥

আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ
আপনারি আবরণ,
খুলে দেখ্ দ্বার অন্তরে তার
আনন্দ নিকেতন।

মুক্তি আজিকে নাই কোনোধারে
আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে,
বিষ-নিঃশ্বাসে তাই ভরে আসে
নিরুদ্ধ সমীরণ।
ঠেলে দে আড়াল ঘুচিয়ে আঁধার,
আপনারে ফেল্ দূরে,
সহজে তখনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পূরে।
শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি,
ভিক্ষা না নিবি তখনি জানিবি
ভরা আছে তোর ধন।

হে চিরনূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে,
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে।
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা,
চির দিবসের প্রাণময়ী ভাষা,
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন
তোমার হাতের দানে।
এ শুভ লগনে জাগুক্ গগনে অমৃত বায়ু,
আনুক্ জীবনে নবজনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা কিছু যাহা কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক্ তা বিলীন
ধুয়ে যাক্ যত পুরানো মলিন
নব আলোকের স্নানে।

মরণসাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক্ জয় হোক্ তারি জয় হোক্
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক জয় হোক্ তারি জয় হোক্
তোমাদের স্মরি।

তপস্বিনী হে ধরণী ঐ যে তাপের বেলা আসে
তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে।
অন্তরে প্রাণের লীলা হোক তবে অন্তঃলীলা
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক্ হোমাগ্নি নিঃশ্বাসে।
যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি উঠিত বহুগীতে
এক হয়ে মিশে যাক্ মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা কুসুমিত চঞ্চলতা
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।

বিরস দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ প্রেম এসেছ আজ কী মহা সমারোহে।

একেলা রই অলস মন নীরব এই ভবন-কোন,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ অপরাজিত ওহে।
কানন পর ছায়া বুলায়, ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জ্জটীর জটা।
যেথা যে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ ঘনঘুমের মোহে।

দয়া করো দয়া করো, প্রভু, ফিরে ফিরে
শত শত অপরাধে অপরাধিনীরে।
অন্তরে রয়েছ জাগি,
তোমার প্রসাদ লাগি
দুর্ব্বল পরাণ বাধা
ঘটায় বাহিরে।
শঙ্কা আসে, লজ্জা আসে,
মরি অবসাদে
দৈন্যরাশি ফেলে গ্রাসি,
ঘেরে পরমাদে।
ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা লাগে,
ধূলায় শয়ন মাগে,—
অপথে জাগিয়া উঠি
ভাসি আঁখিনীরে॥

সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে ঐ একলা রাতে
তারে ডাকিস্‌নে তোর আঙিনাতে।

গান ফেরে তার গগন খুঁজে
কোন্ বেদনায় কেই তা বুঝে,
ঘুম-ভাঙা তার একতারাতে
কোন্ বাণী কয় একলা রাতে !
কাল সকালে রইবে না তো,
মিথ্যা তাহার আসন পাতো।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে।
নবীন আলোর বন্দনাতে,
তারে ডাকিস্‌নে তোর আঙিনাতে॥

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে আছিস্ সারাক্ষণ।
হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা-যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায়-যে তোর সুরের আবরণ।
তোর পরাণে কোন্ পরশমণির খেলা,
তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাইতো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ॥

রয় যে কাঙাল শূন্যহাতে দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপন বেশে।
আলোয় যারে মলিন মুখে মৌন দেখি,
আঁধার হলে আঁখিতে তার দীপ্তি এ কী,
বরণ-মালা কে যে দোলায় তাহার কেশে।

দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে ছিল হেলা
ঝঙ্কারিয়া ওঠে যে তাই রাতের বেলা।
তন্দ্রাহারা অন্ধকারের বিপুল গানে
মন্দ্র ওঠে সারা আকাশ কী আহ্বানে,
তারার আলোয় কে রয় চেয়ে নির্নিমেষে।

ছুটির বাঁশি বাজ্‌ল যে ঐ নীলগগনে,
আমি কেন একলা বসে এই বিজনে।
বাঁধন টুটে উঠ্‌বে ফুটে শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কানন জুড়ি উঠ্‌ছে দুলি,
শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল বনে
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন মনে।
বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা,
সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোনা।
ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে
কান্না আভাস দেয় মেলে ঐ ঘাসে ঘাসে,
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে।
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন মনে॥

আকাশ তোমায় কোন রূপে মন চিন্‌তে পারে,
তাই ভাবি যে বারে বারে।
গহন রাতের চন্দ্র তোমার মোহন ফাঁদে
স্বপন দিয়ে মনকে বাঁধে।
প্রভাত সূর্য্য শুভ্র জ্যোতির তরবারে
ছিন্ন করি ফেলে তারে।
বসন্ত বায় পরাণ ভুলায় চুপে চুপে,
বৈশাখী ঝড় গর্জ্জি উঠে রুদ্ররূপে।

শ্রাবণ মেঘের নিবিড় সজল কাজল ছায়া
দিগ্‌দিগন্তে ঘনায় মায়া।
আশ্বিনে এই অমল আলোর কিরণ-ধারে
যায় নিয়ে কোন্ মুক্তি পারে।

তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে,
তারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধি।
হায় আলোর পিয়াসী সে যে
তাই গুমরি উঠিছে কাঁদি।
যদি বাতাসে বহিল প্রাণ
কেন বীণায় বাজে না গান,
যদি গগনে জাগিল আলো,
কেন নয়নে লাগিল আঁধি।
পাখী নব প্রভাতের বাণী
দিল কাননে কাননে আনি,
ফুলে নবজীবনের আশা
কত রঙে রঙে পায় ভাষা।
হোথা ফুরায়ে গিয়েছে রাতি,
হেথা জ্বলে নিশীথের বাতি,
তোর ভবনে ভুবনে কেন
হেন হয়ে গেল আধাআধি।

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
খুলে যাবে এই দ্বার,—
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারেবার।

খনে খনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস্ যাপনা
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার ॥
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান
আহ্বান লোকালয়ে,
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুল পল্লব নদী নির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর,
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার ॥

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্দ্ধে ভাসে ॥
আমার মুক্তি সর্ব্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা
আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে ॥

সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী।
আন্ বাঁশি তোর আয় কবি।
শিশির-শিহর শরৎ-প্রাতে
শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে

গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়,
নাই যদি রোস্ নাই র'বি।
এমন উষা আস্‌বে আবার সোনায় রঙীন দিগন্তে
কুন্দের ফুল সীমন্তে।
কপোত-কূজন-করুণ ছায়ায়,
শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুর-মুখর
জাগবে আবার এই ছবি।

মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ,
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ॥
দিনান্তের এই এক কোণাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন-যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায়
শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ॥

চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হতে
নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে,
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা তারে
সে তো কেবলি গান কেবলি বাণী।

দিবস রাতি সুর-সভার মাঝে
যে সুধা করে পান,
পরশ তার মেলেনা, মেলেনা-যে
নাহিরে পরিমাণ।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরী মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি।

তুমি ঊষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে,
শরৎ প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলি ফুলে।
আকাশ পারের ইন্দ্রধনু ধরার পারে নোওয়া,
নন্দনেরি নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
স্বর্গলোকের গোপন কথা মর্ত্ত্যে এলে ভুলে॥
তুমি কবির ধেয়ান ছবি পূর্ব্বজনম-স্মৃতি
তুমি আমার কুড়িয়ে-পাওয়া হারিয়ে যাওয়া গীতি।
যে কথাটি যায় না বলা কইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হয়ে এলে বাঁধনরূপে
অকূল আলোর কমল বনে ডাকলে দুয়ার খুলে।

আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক টুটে,
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে।
বিশ্বকবির চিত্তমাঝে
ভুবনবীণা যেথায় বাজে,
জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে।
ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধায় প্রাণে
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলেনা তানে।

সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা,
সেই ত আঁধি সেই ত ধাঁধা,
গান ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক্ সে আপদ ছুটে।

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।
নানান্‌রূপে নানান্ বেশে
ফেরে যেজন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কেঁদে হেসে
শেষ হবে কি কে জানে।
আমার গানের গহন মাঝে শুনেছিলাম যার ভাষা,
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায়গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে
বিকাল বেলার মূলতানে।

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি কোন্ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায় ছিলাম তোমার গলে।
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুমভাঙা চোখে ধরার লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা জেগেছে জলে স্থলে।
আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে,
লুপ্ত আলোয় পাখীর সুপ্ত গানে
শ্রান্তি আবেশে যদি অবশেষে ঝরে ফুল ধরাতলে,
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
পিছে পিছে তব উড়ায়ে চলুক তারে,
ধূলায় ধূলায় দীর্ণ জীর্ণ না হোক্ সে পলে পলে।

কোথায় ফিরিস্ পরম শেষের অন্বেষণে।
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে।
তারি বাণী দুহাত বাড়ায় শিশুর বেশে,
আধো ভাষায় ডাকে তোমার বুকে এসে
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ঐ কুসুম বনে ॥
কোথায় ফিরিস্ ঘরের লোকের অন্বেষণে,
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের বাহির দ্বারে,
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে জনে।

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি
অলস যেন না রয় ডানা দুটি।
ওরে পাখী, ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে
শিথিল কভু হবে না তার মুঠি।
জানিস্‌নে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস্ গেয়ে গেয়ে।
জানিস্‌নে কি ভোরের আঁধার মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে,
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি।

পথ এখনো শেষ হল না
মিলিয়ে এল দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায়
আস্‌বে কখন আঁধার রাতি।

এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার-প্রদীপখানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে
    পথের মাঝে পথের সাথী ॥
ভালো করে মুখ যে তোমার
    যায় না দেখা, সুন্দর হে।
দীর্ঘ পথের দারুণ গ্লানি
    তাই তো আমায় জড়িয়ে রহে।
ছায়ায় ফেরা, ধুলায় চলা
মনের কথা যায় না বলা,
শেষ কথাটি জ্বাল্‌বে এবার
    তোমার বাতি আমার বাতি।

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে
গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দূরে।
শুধাই যত পথের লোকে এই বাঁশিটি বাজাল কে
নানান্ নামে ভোলায় তারা নানান্ দ্বারে বেড়াই ঘুরে।
এখন আকাশ ম্লান হল, ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে,
পথে পথে ফেরাও যদি মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে আপনি লহ আসন পেতে
তোমার বাঁশি বাজাও আসি আমার প্রাণের অন্তঃপুরে।

পান্থপাখীর রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে
কান পেতে ঐ তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে।
    বাসায়-ফেরা ডানার শব্দ
    নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারার জাগল মন্ত্র দিনের বিদায় কালে।

চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্ধুর,
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাগল আলোর সুর।
সুপ্তিবিহীন শূন্যতা-যে
সারা প্রহর বক্ষে বাজে
রাতের হাওয়ায় মর্ম্মরিত বেণুশাখার ডালে।

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি॥
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা,
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্ব্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি॥
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে,
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিঃশ্বাস দাও পূরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক্ সুরে,
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণ পাণি॥

বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে।
গান গাওয়া কি হয়নি সারা তোমার বাহির দ্বারে।
ঐ যে দ্বারের যবনিকা, নানা বর্ণে চিত্রে লিখা
নানা সুরের অর্ঘ্য হোথায় দিলেম বারে বারে।

আজ যেন কোন্‌ শেষের বাণী শুনি জলে স্থলে
পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেল এই কথা সেই বলে।
মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরি অন্তবিহীন ফেরাফেরি
কাটিয়ে দিয়ে যাওগো নিয়ে আনাগোনার পারে।

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নীচে।
কী হল না, কী পেলে না
কে তব শোধেনি দেনা,
সে সকলি মরীচিকা মিলাইবে পিছে।
এই যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছবি
অরুণ গগনতলে প্রভাতের রবি,—
এই তো পরম দান
সফল করিল প্রাণ
সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে॥

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে
দু-হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে।
যাবার বেলা সহজেরে যাই যেন মোর প্রণাম সেরে
সকল পন্থা যেথায় মেলে সেথা দাঁড়াই এসে।
খুঁজ্‌তে যারে হয় না কোথাও চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে তারেই যেন যাইগো বলে
এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে॥

আপন মনে গোপন কোণে
লেখাজোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে
খেলনা আমায় হয় বানাতে।
এই জগতের সকাল সাঁজে
ছুটি আমার অন্য কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা
রঙে রঙে হয় মানাতে॥
কেগো আছে ভুবনমাঝে
নিত্য শিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায়
খেলাঘরের জোগান দিতে।
বনের হাওয়ায় সকালবেলা
ভাসায় সে যে গানের ভেলা,
সেই তো কাঁপায় সুরের কাঁপন
মৌমাছিদের নীলডানাতে॥

তোমার হাতের অরুণলেখা
পাবার লাগি রাতারাতি
শুব্ধ আকাশ জাগে একা
পূবের পানে বক্ষ পাতি।
তোমার রঙীন তুলির পাকে
নামাবলীর আঁকন আঁকে
তাই নিয়ে তো ফুলের বনে
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতামাতি॥

এই কামনা রইল মনে
গোপনে আজ তোমায় কব,
পড়্‌বে আঁকা মোর জীবনে
রেখায় রেখায় আখর তব।
দিনের শেষে আমায় যবে
বিদায় নিয়ে যেতেই হবে,
তোমার হাতের লিখনমালা
সুরের সুতোয় যাব গাঁথি॥

ওরে কী শুনেছিস্‌ ঘুমের ঘোরে
তোর নয়ন এল জলে ভরে।
এতদিনে তোমায় বুঝি
আঁধার ঘরে পেল খুঁজি,
পথের বঁধু দুয়ার ভেঙে
পথের পথিক করবে তোরে।
তোর দুখের শিখায় জাল্‌রে প্রদীপ জাল্‌রে
তোর সকল দিয়ে ভরিস্‌ পূজার থালরে।
যেন জীবন মরণ একটি ধারায়
তাঁর চরণে আপনা হারায়
সেই পরশে মোহের বাঁধন
রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে॥

পুরানো জানিয়া চেয়োনা আমারে
আধেক আঁখির কোণে
অলস অন্যমনে।

আপনারে আমি দিতে আসি যেই
জেন জেন সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই
ফেলে দেই পুরাতনে।
আপনারে দেয় ঝর্না আপন
ত্যাগরসে উচ্ছলি,
লহরে লহরে নূতন নূতন
অর্ঘ্যের অঞ্জলি।
মাধবীকুঞ্জ বার বার করি
বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি
বারবার তার দানমঞ্জরী
নব নব ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায়
চিরনূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায়
জাগে চিরসুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ,
যত নেবে তুমি নাহি পাবে শেষ,
আমার দিনের সকল নিমেষ
ভরা অশেষের ধনে।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু-নিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
এস দানবীর দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ
উজ্জ্বল হোক্ জ্ঞান-সূর্য্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক্ অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গল শঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সঙ্গীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী
একা একা করি খেলা,
আন্‌মনা যেন দিক্‌বালিকার
ভাসানো মেঘের ভেলা।
যেমন হেলায় অলস ছন্দে
কোন্ খেয়ালীর কোন্ আনন্দে
সকালে ধরানো আমের মুকুল
ঝরানো বিকাল বেলা।

যে বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ
ভুলে যায় দিন শেষে,
তার হাতে দিই আমার ছন্দ
কোথা যায় কে জানে সে।
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায়
জেনে জেনে মোর সকলি হারায়
চিরদিন আমি পথের নেশায়
পাথেয় করেছি হেলা ॥

ওকে বাঁধবি কে রে,
হবে যে ছেড়ে দিতে,
ওর পথ খোলে রে
বিদায় রজনীতে ॥
গগন তার মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে
বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
প্রভাত বায়ে গেল সে-দ্বার কেঁপে,
এল-যে ডাক ভোরের রাগিণীতে ॥
শীতল হোক্‌ বিমল হোক্‌ প্রাণ
হৃদয়ে শোক রাখুক্‌ তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলাল
সে-ফাঁক দিয়ে আসুক্‌ তবে আলো,
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢাল
শিশিরে ভরা সেঁউতি-ঝরা গীতে ॥

মুখখানি কর মলিন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা ॥

গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে,
যার সাথে তব হল একদিন
মিলন মেলা ॥
জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে
রসের স্নানে,
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়-রোমাঞ্চ দান,
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে
মিথ্যা হেলা।

আরাম-ভাঙা উদাস সুরে
আমার বাঁশির শূন্য হৃদয়
কে দিল আজ ব্যথায় পূরে।
বিরামহারা ঘরছাড়াকে
ব্যাকুল বাঁশি আপনি ডাকে,
ডাকে স্বপন জাগরণে
কাছের থেকে ডাকে দূরে ॥
আমার প্রাণের কোন্ নিভৃতে
লুকিয়ে কাঁদায় গোধূলিতে।
মন আজো তার নাম জানে না,
রূপ আজো তার নয় কো চেনা,
কেবল যে সে ছায়ার বেশে
স্বপ্নে আমার বেড়ায় ঘুরে ॥

তোমার গীতি জাগাল স্মৃতি
নয়ন ছলছলিয়া।
বাদল শেষে করুণ হেসে
যেন চামেলি কলিয়া।
সজল ঘন মেঘের ছায়ে
মৃদু সুবাস দিল বিছায়ে
না-দেখা কোন পরশঘায়ে
পড়িছে টলটলিয়া।
তোমার বাণী-স্মরণখানি
আজি বাদল পবনে
নিশীথে বারি-পতনসম
ধ্বনিছে মম শ্রবণে।
সে বাণী যেন গানেতে লেখা
দিতেছে আঁকি সুরের রেখা,
যে পথ দিয়ে তোমারি প্রিয়ে,
চরণ গেল চলিয়া।

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে।
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার
সুদূর বিরহ বিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা, সাগর বেলার
অধীর বায়ে
বনের ছায়ে।
তারি গুঞ্জন লাগিল গায়ে।
তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয় মাঝে
শরৎ-শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।

ছবি মনে আসে আলোতে ও গীতে,—
যেন জনহীন নদী পথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে
অলস পায়ে
বনের ছায়ে
তাহারি আভাস লাগিল গায়ে।

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন জাগে মনে ভুলো না।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান
আমারি মনের প্রলাপ জড়ান
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ান
তোমার হাসির তুলনা।
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর
বহিব একাকী বিরহের ভার,
বাঁধিনু যে রাখী পরাণে তোমার
সে রাখী খুলোনা খুলোনা।

খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।

তুমি কসে ধর হাল আমি তুলে বাঁধি পাল,
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্‌ঝন্‌ ঝঙ্কার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার,
বন্ধন দুর্ব্বার সহ্য না হয় আর
টলমল করে আজ তাইও,
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥
গণি গণি দিনখণ চঞ্চল করি মন
বলোনা যাই কি নাই যাইরে।
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্বেগে তাকায়োনা বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হয়োনাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল,
জয় জয় জয় গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

নয়ন ছেড়ে গেলে চলে এলে সকল মাঝে,
তোমায় আমি হারাই যদি তবু হারাও না যে।
ফুরায় যবে মিলনরাতি তবু নিত্য সাথের সাথী
লাগে তোমার পাওয়ার হাওয়া, এস স্বপন সাজে।
তোমার সুধারসের ধারা মর্ম্মপথে এসে
ব্যথারে মোর উছল করি নয়নে যায় ভেসে।
শ্রবণে মোর নব নব শুনিয়েছিলে যে-সুর তব
বীণা থেকে বিদায় নিয়ে, চিত্তে আমার বাজে।

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে,
তখন ছিলেম বহুদূরে কিসের অন্বেষণে।
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তশিখরশিরে
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনক চাঁপার বনে,—
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।
লিখন তোমার বিনিসুতার শিউলি ফুলের মালা,
বাণী যে তার সোনায় ছোঁওয়া অরুণ আলোয় ঢালা।
এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন মৌন সমীরণে,
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।

সার্থক কর সাধন
সান্ত্বন কর ধরিত্রীর বিরহাতুর কাঁদন॥
প্রাণভরণ দৈন্যহরণ
অক্ষয় করুণাধন।
বিকশিত কর কলিকা।
চম্পকবন করুক রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা,
কর সুন্দর গীতমুখর
নীরব আরাধন।
অক্ষয় করুণাধন॥
চরণ পরশ হরষে
লজ্জিত বনবীথি ধূলিসজ্জিত তুমি করো সে
মোচন কর অন্তরতর
হিমজড়িমা বাঁধন।
অক্ষয় করুণাধন॥

নিশা অবসানে কে দিল গোপনে আনি
তোমার বিরহ-বেদনা মাণিকখানি।
সে ব্যথার দান রাখিব পরাণমাঝে
হারায় না যেন জটিল দিনের কাজে,
বুকে যেন দোলে সকল ভাবনা হানি।
চিরদুখ মম চিরসম্পদ হবে
চরমপূজায় হবে সার্থক কবে।
স্বপনগহন নিবিড় তিমিরতলে
বিহ্বলরাতে সে যেন গোপনে জ্বলে
সেই তো নীরব তব আহ্বান বাণী।

আরো একটু বস তুমি, আরো একটু বল,
পথিক কেন অথির হেন, নয়ন ছলছল।
আমার কী যে শুনতে এলে তার কি কিছু আভাস পেলে,
নীরব কথা বুকে আমার করে টলমল॥
যখন থাক দূরে
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।
কাছে এলে, তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি
সে-যে মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলজ্বল॥

আছ আপন মহিমা লয়ে মোর গগনে রবি
আঁকিছ মোর মেঘের পটে তব রঙেরি ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখ মোরে কেমনে কব
তোমারি জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী।

তোমারি সোনা বোঝাই হল
আমি তো তার ভেলা
নিজেরে তুমি ভোলাবে বলে
আমারে নিয়ে খেলা।
কণ্ঠে মম কী কথা শোনো
অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী।

তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য করে পায় সে আপনারে।
দুঃখে শোকে নিন্দা পরিবাদে
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে।
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে
বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে।
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে
জীবন তার বাধায় নাহি ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার পরপারে।

যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে।
গগনে তব বিমল নীল,
হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।
বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীত-ভাষা,
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।

ফুলের মতো সহজ সুরে
প্রভাত মম উঠিবে পুরে
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে।

—— —

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।
তবু যে পরাণমাঝে
গোপনে বেদনা বাজে,
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে।
বিশ্ব হতে থাকি দূরে
অন্তরের অন্তঃপুরে
চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ সুখ আপনারি
সে বোঝা হয়েছে ভারি
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে॥

—— —

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে।
বসন্ত সমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী
দিক্ পরাণে আনি,—
ডাক তোমার নিখিল উৎসবে।
মিলন শতদলে
তোমার প্রেমের অরূপ মূর্ত্তি দেখাও ভুবনতলে
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার,
খুলাও রুদ্ধদ্বার,—
পূর্ণ কর প্রণতি গৌরবে।

—— —

জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।
সেথায় প্রেমের চরম সাধন,
যায় খসে তার সকল বাঁধন,
মোর হৃদয়-পাখীর গগন তোমার হৃদয়দেশে॥
ওগো জানি আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তিমাঝে ক্লান্তিহারা।
আমার দেহে ধরার পরশ
তোমার সুধায় হল সরস
আমার ধূলারি ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে।

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্ খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে,
কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে॥
সহসা দারুণ দুঃখতাপে
সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে।

নীরবে আছ কেন বাহির দুয়ারে,
আঁধার লাগে চোখে দেখিনা তুহারে।
সময় হল জানি
নিকটে লবে টানি
আমার তরীখানি
ভাসাবে জুয়ারে।

সফল হোক প্রাণ এ শুভ লগনে,
সকল তারা তাই গাহুক গগনে।
কর গো সচকিত
আলোকে পুলকিত
স্বপন-নিমীলিত
হৃদয়-গুহারে ॥

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমাব ভাবনা তারার মতন বাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে,
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে,
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে ॥
ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে কবেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে ॥

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দির প্রাঙ্গণে
ঐ তব এল আহ্বান।
চেয়ে দেখ মঙ্গলরাতি
জ্বালি দিল উৎসব বাতি,
স্তব্ধ এ সংসার প্রান্তে ধর তব বন্দনগান।
কর্ম্মের কলরব ক্লান্ত
কর তব অন্তর শান্ত।

চিত্ত আসন দাও মেলে
নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ,
হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ ॥

আঁধার এল বলে
তাইত ঘরে উঠল আলো জ্বলে।
ভুলেছিলেম দিনে
রাতে নিলেম চিনে
জেনেছি কার লীলা আমার
বক্ষদোলার দোলে।
ঘুমহারা মোর বনে
বিহঙ্গগান জাগল ক্ষণে ক্ষণে।
যখন সকল শব্দ
হয়েছে নিস্তব্ধ
বসন্ত বায় মোরে জাগায়
পল্লব কল্লোলে ॥

দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল বলে
তাই নিয়ে বসে আছি বীণাখানি কোলে ॥
তারি সুর নেব ধরে
আমারি গানেতে ভরে,
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে ॥
থাম থাম দখিন পবন,
কী বারতা এনেছ তা কোরো না গোপন।
যেদিনেরে নাই মনে
সেদিনেরি উপবনে
কী ফুল পেয়েছ খুঁজে গন্ধে প্রাণ ভোলে ॥

কাহার গলায় পরাবি গানের
রতনহার
তাই কি বীণায় লাগালি যতনে
নূতন তার।
কানন পরেছে শ্যামল দুকূল,
আমের শাখাতে নূতন মুকুল,
নবীনের মায়া করিল আকুল
হিয়া তোমার।
যে-কথা তোমার কোনোদিন আর
হয়নি বলা
নাহি জানি কারে তাই বলিবারে
করে উতলা।
দখিন পবনে বিহ্বলা ধরা
কাকলী কূজনে হয়েছে মুখরা,
আজি নিখিলের বাণী-মন্দিরে
খুলেছে দ্বার।

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি,
বরষ ফুরায়ে যাবে ভুলে যাবে জানি।
তবু তো ফাল্গুনরাতে
এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলছল এই বহু মানি।
চাহি না রহিতে বসে ফুরাইলে বেলা,
তখনি চলিয়া যাব শেষ হলে খেলা।
আসিবে ফাল্গুন পুনঃ
তখন আবার শুনো
নব পথিকেরি গানে নূতনের বাণী।

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি,
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা,
কিছু বা চাঁপায় মেশা
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি।
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে,
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু যায়রে দূরে
ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুণি।

স্বপনপারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি।
নয় তো সেথায় যাবার তরে,
নয় কিছু তো পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবী,
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবী।
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়াই গানে
প্রাণের গভীর অতল পানে
যে জন গেছে নাবি
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি।

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস্‌নে তারে
সিক্ত চোখে যাস্‌নে দ্বারে।
রত্নমালা আন্‌বি যবে
মাল্যবদল তখন হবে,
পাত্‌বি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধূলায় পথের পরে।
বৈশাখে বন রুক্ষ যখন
বহে পবন দৈন্যজ্বালা।
হায়রে তখন শুক্‌নো ফুলে
ভরবি কি তোর বরণডালা।
অতিথিরে ডাক্‌বি যবে
ডাকিস যেন সগৌরবে,
লক্ষ শিখায় জ্বল্‌বে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে॥ 6

হায় অতিথি, এখনি কি
হল তোমার যাবার বেলা।
দেখ আমার হৃদয়তলে
সারারাতের আসন মেলা।
এসেছিলে দ্বিধাভরে
কিছু বুঝি চাবার তরে,
নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে
খেয়াল নিয়ে কর্‌লে খেল[redacted]

জানালে না গানের ভাষায়
এনেছিলে যে-প্রত্যাশা।
শাখার আগায় বসল পাখী,
ভুলে গেল বাঁধতে বাসা।
দেখা হল, হয়নি চেনা,
প্রশ্ন ছিল, শুধালে না,
আপন মনের আকাঙ্ক্ষারে
আপনি কেন কর্‌লে হেলা।

আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে
চল্‌ আমাদের ঘরে চল্‌।
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কল সঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।
তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক্ আলোক সবিতার,
দে পবনে বন-বল্লভে
মর্ম্মর গীত উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্ব্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল॥

ওরে ঝড় নেবে আয় আয়রে আমার
শুকনো পাতার ডালে।
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হয়ে যাক সারা,
যাবার যাহা যাক্ সে চলে
রুদ্র নাচের তালে॥
আসন আমায় পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী
ছুটল নিরুদ্দেশে,—
পরাণ আমার জাগল বুঝি
মরণ-অন্তরালে॥

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে।
পূর্ব্ববায়ু চলে ডেকে
শ্যামলের অভিষেকে,
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে॥
নির্ঝর-কল্লোল-কলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।

শ্রাবণের বীণাপাণি
মিলাল বর্ষণ-বাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে ॥

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে
ভাবনা ভাসে পূব বাতাসে,
মল্লার গান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে ॥
লাগল যে-দোল্ বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা-যে।
যে-বাণী ঐ ধানের ক্ষেতে
আকুল হল অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে ॥

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর.
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর
হে গম্ভীর।
বর্ষণ-গীত হ'লো মুখরিত
মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন
আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির।

দহন-শয়নে তপ্তধরণী
পড়েছিল পিপাসার্ত্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের
অমৃতবারির বার্ত্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ,
দিকে দিকে হল দীর্ণ,
নব অঙ্কুর জয়পতাকায়
ধরাতল সমাকীর্ণ,
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর,
হে গম্ভীর।

ওগো বধূ সুন্দরী
নব মধুমঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহো অভিনন্দন ;—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের
অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম, চাঁদিনীর চন্দন।
পারুলের হিল্লোল,
শিরীষের হিন্দোল,
মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ।
উল্লাস উতরোল
বেণুবন কল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।

তব আঁখি পল্লবে
দিনু আঁখি-বল্লভে
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন ॥

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে।
ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে
নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তাঁর অঞ্চল যায় লুটে।
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নব শ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পূব হাওয়া ধায় আকাশ তলে
তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে।

চেনা ফুলের গন্ধ স্রোতে
ফাগুন রাতের অন্ধকারে।
চিত্তে আমার ভাসিয়ে আনে
নিত্যকালের অচেনারে।
একদা কোন কিশোর বেলায়
চেনা চোখের মিলন মেলায়
সেই ত খেলা করেছিল
কান্নাহাসির পারে ধারে।

তারি ভাষার বাণী নিয়ে
প্রিয়া আমার গেছে ডেকে,
তারি বাঁশির ধ্বনি সে যে
বিরহে মোর গেছে রেখে।
পরিচিত নামের ডাকে
তার পরিচয় গোপন থাকে
পেয়ে যারে পাইনে তারি
পরশ পাই যে বারে বারে।

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর
প্রভাত-অম্বর মাঝে
দিকে দিগন্তরে ভুবন-মন্দিরে
শান্তি সঙ্গীত বাজে।
হেরো গো অন্তরে অরূপ-সুন্দরে
নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে
এসো আনন্দিত মিলন-অঙ্গনে
শোভন মঙ্গল সাজে।
কলুষ কল্মস বিরোধ বিদ্বেষ,
হউক নির্ম্মল হউক নিঃশেষ।
চিত্তে হোক্ যত বিঘ্ন অপগত
নিত্য কল্যাণ কাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম
পূর্ব্ব পশ্চিম বন্ধু সঙ্গম,
মৈত্রী বন্ধন পুণ্য মন্ত্র
পবিত্র বিশ্বসমাজে।

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
　　চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে
জেনেছিলেম অনুভবে,
গানে তোমার পরশখানি
　　বেজেছিল প্রাণের তারে॥
তুমি গেলে যখন একলা চলে
　　চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি পথের কাছে
মালা তোমার পড়ে আছে,
বুঝেছিলেম অনুমানে
　　এ কণ্ঠহার দিলে কারে॥

আমার ভুবন ত আজ হল কাঙাল
　　কিছু ত নাই বাকি
ওগো নিঠুর দেখতে পেলে তা কি।
তার সব ঝরেছে সব মরেছে
　জীর্ণ বসন ঐ পরেছে
প্রেমের দানে নগ্নপ্রাণের লজ্জা দেহো ঢাকি।
কুঞ্জে তাহার গান যা ছিল
　　কোথায় গেল ভাসি
এবার তাহার শূন্য হিয়ায়
　　বাজাও তোমার বাঁশি।
তার দীপের আলো কে নিভাল
　তারে তুমি আবার জ্বালো,
আমার আপন আঁধার আমার আঁখিরে দেয় ফাঁকি॥

দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘুরে খোঁজে কাছে
খোঁজে দূরে
সহসা কী হাসি হাসো
নাহি কহো কথা।
আঁধার ঘনায় শূন্যে নাহি জানে নাম
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দ্দাম।
অরণ্য হতাশ প্রাণে
আকাশে ললাট হানে
দিকে দিকে কেঁদে ফেরে
কী দুঃসহ ব্যথা।

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায়
ছন্দের লীলা অচল কঠিন মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়
স্তব্ধ অতল খেলায় তরল তরঙ্গে।
আপনারে পাওয়া আপনা ত্যাগের গভীর লীলায়
মূর্ত্তির লীলা মূর্ত্তিবিহীন কঠোর শিলায়
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয় ভ্রূভঙ্গে।
শৈলের লীলা নির্ঝর কলকলিত রোলে,
শুভ্রের লীলা কত না রঙ্গে বিরঙ্গে।
মাটির লীলা যে শস্যের বায়ু-হেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে।
স্বর্গের খেলা মর্ত্ত্যের ম্লান ধূলায় হেলায়
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন খেলায়
শৌর্য্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে॥

দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসিতে,
দূর ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের বাঁশিতে ॥
হায়রে সেকাল হায়রে
কখন চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায় নতুন মায়ায় ভাসিতে ॥
যে মহাকাল দিন ফুরালে আমার কুসুম ঝরাল,
সেই তোমারি তরুণ ভালে ফুলের মালা পরাল,
শুনিয়ে শেষের কথা সে
কাঁদিয়ে ছিল হতাশে
তোমার মাঝে নতুন সাজে শূন্য আবার ভরাল।
আমরাও খেলা খেলেছিলেম আমরাও গান গেয়েছি।
আমরাও পাল মেলেছিলেম আমরা তরী বেয়েছি।
হারায়নি তা হারায়নি
বৈতরণী পারায় নি,
নবীন চোখের চপল আলোয় সেকাল ফিরে পেয়েছি ॥

এসো এসো প্রাণের উৎসবে,
দক্ষিণ বায়ুর বেণুরবে ॥
পাখীর প্রভাতী গানে
এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃত নির্ঝরে ॥
এসো এসো তুমি উদাসীন,
এসো এসো তুমি দিশাহীন,
প্রিয়েরে বরিতে হবে
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে ॥

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে
বীর তুমি বক্ষে লহো তারে।
পথের কণ্টক দলি
এসো চলি এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্র স্বরে॥

মিলনরাতি পোহাল বাতি নেভার বেলা এল,
ফুলের পালা ফুরালে ডালা উজাড় করে ফেলো॥
স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে
ব্যথার তাপ কিছু তো রবে
তা নিয়ে মনে বিজনখনে বিরহ-দীপ জ্বেলো॥
ফাল্গুনের মাধবী-লীলা কুঞ্জ ছিল ঘিরে
চৈত্রবনে বেদনা তারি মর্ম্মরিয়া ফিরে।
হয়েছে শেষ তবুও বাকি
কিছু তো গান গিয়েছি রাখি
সেটুকু নিয়ে গুণগুণিয়ে সুরের খেলা খেলো॥

সকল কলুষ তামস হর
জয় হোক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন করো
নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম।
জ্ঞানসূর্য্য উদয়-ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির রাতি।

দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত করো ভয়॥
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম।
মোহমলিন অতি দুর্দিন
শঙ্কিত-চিত পান্থ,
জটিল-গহন পথসঙ্কট
সংশয়-উদ্ভ্রান্ত।
করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতি ভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখ বন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়॥
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম॥

ওরে তোরা যারা শুনবি না।
তোদের তরে আকাশ পরে
নিত্য বাজে কোন্ বীণা॥
দূরের শঙ্খ উঠল বেজে
পথে বাহির হল সে যে,
দুয়ারে তোর আসবে কবে
তার লাগি দিন গুণবি না।
রাতগুলো যায় হায়রে বৃথায়
দিনগুলো যায় ভেসে—
মনে আশা রাখবি না কি
মিলন হবে শেষে।

হয়ত দিনের দেরি আছে,
হয়ত সেদিন আসন্ন কাছে,
মিলন রাতে ফুটবে যে ফুল
তার কি রে বীজ বুন্‌বি না।

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আনন্দ॥
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিৎ ভেঙে যেই এলে ঘরে ঘুচল আমার বন্ধ।
সুখের খেলা আর রোচে না পেয়েছি আনন্দ॥
ভীষণ আমার রুদ্র আমার
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার
উগ্র ব্যথায় নূতন করে বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব কিছু মোর নিলে এসে,
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম, ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।
দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ॥

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
জাগার বেলা হল,—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো—
বেদনা হবে পরম রমণীয়,

আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক তরে যদি
সজল আঁখি তোলো ॥
নিমেষহারা এ শুকতারা
এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।
রজনী শেষে এই যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে,
হে বিরহিণী, আপন হাতে তবে
বিদায় দ্বার খোলো ॥ ৯

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে,
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে ॥
এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে
আছে সে নিখিলের মাধুরী রুচিতে
এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে।
সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে
স্বপন-ফসলের বিছনে বিছনে।
মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,
কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,
ঝরিবে বাদলের শ্রাবণ-সিচনে।
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণ বেদনার বরণে আঁকা সে,
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব রে তাহারে।
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে ॥

এপারে মুখর হল কেকা ঐ
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়,
এক কহে, আরেকটি একা কই,
শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়।
অধীর সমীর পুরবৈয়াঁ
নিবিড় বিরহব্যথা বইয়া
নিঃশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়,
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়॥
আষাঢ় সজলঘন আঁধারে
ভাবে বসি দুরাশার ধেয়ানে
আমি কেন তিথি ডোরে বাঁধা রে,
ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে।
ঋতুর দুধারে থাকে দুজনে,
মেলে না যে কাকলী ও কূজনে
আকাশের প্রাণ করে হুহু হায়।
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়॥

একলা বসে হেরো তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রং দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ঐ গুঞ্জরে বন্দিয়া।
সমুখপানে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া॥
মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য অঙ্গনে,

প্রজাপতির দল যেখানে জুটি
রং ছড়াল প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিল মঞ্জরী
গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরিঝরি
তোমারে নন্দিয়া॥
ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সঙ্গীতে চঞ্চলি,
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে স্বর্ণ অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া॥

তোমাদের দান যশের ডালায়
সব-শেষ সঞ্চয় (আমার)
নিতে মনে লাগে ভয়।
এই রূপলোকে কবে এসেছিনু রাতে,
গেঁথেছিনু মালা ঝরে-পড়া পারিজাতে,
আঁধারে অন্ধ, এ যে গাঁথা তারি হাতে
কী দিল এ পরিচয়॥
এরে পরাবে কি কলালক্ষ্মীর গলে
সাতনরী হারে যেথায় মাণিক জ্বলে।
একদা কখন অমরার উৎসবে
ম্লান ফুলদল খসিয়া পড়িবে কবে,
এ আদর যদি লজ্জার পরাভবে
সেদিন মলিন হয়॥

পরিশিষ্ট—(ক)

১

এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা
    হাতে হাতে ধরগো,
আজ আপন পথে ফিরতে হবে
    সামনে মিলন-স্বর্গ।
 ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে
   খুল্‌ল দুয়ার মন্দিরে যে,
   লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই,
    কোথায় পূজার অর্ঘ্য।
 এখন যার যা কিছু আছে ঘরে
   সাজা পূজার থালার পরে,
   আত্মদানের উৎসধারায়
    মঙ্গলঘট ভর্ গো।
আজ নিতেও হবে দিতেও হবে
  দেরি কেন করিস তবে,
  বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে,
    মর্‌তে হয় ত মর্‌গো॥

(ভাণ্ডার, ফাল্গুন, ১৩১২ সাল)

২

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল,
অযুত জগত মগন সেই মহা সমুদ্রে।

তিনি নিজ অনুপম মহিমা মাঝে নিলীন,
সন্ধান তাঁর কে করে, নিষ্ফল বেদ-বেদান্ত।
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান্,
তিনি আদি কারণ, তিনি বর্ণন-অতীত॥

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

৩

কেবল থাকিস সরে সরে
পাসনে কিছুই হৃদয় ভরে।
আনন্দ ভাণ্ডারের থেকে
দূত যে তোরে গেল ডেকে,
কোণে বসে দিসনে সাড়া
সব খোয়ালি এমনি করে॥
জীবনকে আজ তোল জাগিয়ে,
সবার মাঝে আয় আগিয়ে।
চলিস নে পথ মেপে মেপে,
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে,
যেটুকু দিন বাকি আছে—
কাটাসনে তা ঘুমের ঘোরে॥

(গীতিমাল্য)

৪

কোন্ খেলা যে খেলব কখন
ভাবি বসে সেই কথাটাই,
তোমার আপন খেলার সাথী করো
তা হলে আর ভাবনা তো নাই।

শিশির-ভেজা সকাল বেলা
আজ কি তোমার ছুটির খেলা,
বর্ষণহীন মেঘের মেলা
তার সনে মোর মনকে ভাসাই ॥
তোমার নিঠুর খেলা খেল্‌বে যেদিন
বাজবে সেদিন ভীষণ ভেরী
ঘনাবে মেঘ, আঁধার হবে
কাঁদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি।
সেদিন যেন তোমার ডাকে
ঘরের বাঁধন আর না থাকে
অকাতরে পরাণটারে
প্রলয়-দোলায় দোলাতে চাই।

(ভাদ্র, ১৩২৯ সাল)

৫

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়,
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চলো
চলো চলো হে।
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে।
এল চীন গগন হতে
পূর্ব্ব-পবন-স্রোতে
শ্যামলরসধরপুঞ্জ,

শ্রাবণ বাসরে
রস ঝর ঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে।
এসো পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী,
এসো গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূ-বিবরণ ভাণ্ডারী।
এসো বিশ্বভার-নত
শুষ্ক-রুটিন পথ
মরুপরিচারণক্লান্ত,
এসো হিসাবপত্তরত্রস্ত
তহবিলমিলভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে।
এসো গীতিবীথিচর
তম্বুর কর ধর
তানতালতলমগ্ন,
এসো চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিক পট
রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এসো কনষ্টিট্যুষণ
নিয়ম-বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত,

এসো কমিটি-পলাতক
বিধান-ঘাতক
এসো দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে ॥

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৩১ সাল)

৬

পূর্ব্বগগন ভাগে
দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
তরুণারুণরাগে ।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত্ত আজি
সার্থক করো রে,
অমৃতে ভরো রে
অমিত পুণ্যভাগী কে
জাগে, কে জাগে ॥

(নটীর পূজা)

৭

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক ।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে ।

কালো ? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ॥
ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু
শুন্‌লে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ॥
পূবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কি না চেয়ে
আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ॥
এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ॥
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্যলোক।

দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

(ক্ষণিকা)

৮

ছবি

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।
নয়ন-সমুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ॥

(বলাকা)

৯

আন্‌মনা

আন্‌মনা, আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে
তোমারো মন জানব না,
আন্‌মনা, আন্‌মনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা ॥
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লী যেমন শালের বনে নিদ্রা-নীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় এক টানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা
আন্‌মনা, আন্‌মনা ॥

(পূরবী)

পরিশিষ্ট—(খ)

গীতবিতানে বাদ-দেওয়া গানের তালিকা

[নিম্নলিখিত সূচীর মধ্যে তারকা-চিহ্নিত গানগুলি কবির পুরাতন বিবিধ গীতি-সংগ্রহে স্থান পাইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা তাঁহার স্বরচিত নহে।]

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ
অসীম সংসারে যার কেহ নাহি
আইল আজি প্রাণসখা
আজ আসবে শ্যাম
আজ বুঝি আইল প্রিয়তম
আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ
আমরা যে শিশু অতি
আমাদের সখীরে কে
আমারেও করো মার্জ্জনা
* আমি সকলি দিনু তোমারে
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর সখি
আয়লো সজনী
আর কি আমি ছাড়ব তোরে
উঠি চলো সুদিন আইল
এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি
* এ কী এ মোহের ছলনা
এ কী হরষ হেরি
এতদিন পরে সখী
এবার চলিনু তবে
এবার বুঝেছি সখা
এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদান

* সখী আর কতদিন সুখহীন শান্তিহীন
সখী ভাবনা কাহারে বলে
সবে মিলি গাওরে
সহে না যাতনা
সাধের কাননে মোর
সুমধুর শুনি আজ
সেই যদি সেই যদি
হা কে বলে দেবে
হাতে করে লয়ে দীপ অগণন
হা সখী ও আদরে
হাসি কেন নাই
হৃদয় মোর কোমল অতি
হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর
হে অনাদি অসীম অকূল সিন্ধু
হে মন তাঁরে দেখো

পাঠ-পরিচয়

গীত-বিতানের ৩য় খণ্ডে গানের সংখ্যা ৩৫৭। সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৮৫টি গান গীত-বিতানের তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইল।

"প্রবাহিণীর" পরের গানসমূহ এ যাবৎ একত্রে কোনো একটি গ্রন্থে বাহির হয় নাই। সুতরাং ৩য় খণ্ডকে এক হিসাবে কবির আধুনিকতম গীতি-সংগ্রহই বলা যাইতে পারে।

অনবধানবশত কয়েকটি গান বাদ পড়িয়াছে, পরিশিষ্ট- (ক) এ তাহা সংগৃহীত হইল। ১৩৩৮ সালের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত "শাপমোচন" নাটিকা অভিনয়কালে কবি তাঁহার তিনটি কবিতায় সুর বসাইয়াছেন। সংগ্রহের সম্পূর্ণতা রক্ষার জন্য তাহাও পরিশিষ্ট—(ক) এর শেষে (৭-কৃষ্ণকলি, ৮-ছবি, ৯-আনমনা) দেওয়া গেল। কবি যে সব গান গীত-বিতানে স্থান দেন নাই, পরিশিষ্ট—(খ) এ তাহার একটি তালিকা রহিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরমের" প্রথমার্দ্ধে সর্ব্বপ্রথম কবিই সুর যোজনা করেন। তাহা ছাড়া বিদ্যাপতির "ভরা বাদর মাহ ভাদর" ও গোবিন্দদাসের "সুন্দরী রাধে আওয়ে বণি"—এই দুইটি বৈষ্ণব-মহাজন পদেও তিনি সুর দিয়াছেন।

অতঃপর, শীঘ্রই কবির গানের সম্পূর্ণ স্বরলিপি-সংগ্রহ প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে।

শান্তিনিকেতন
১৮ আষাঢ়, ১৩৩৯ সাল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

* গানের স্বরলিপি যে বহিতে আছে, তাহার নাম-সঙ্কেত, যথা :—
গী-মা—গীতমালিকা (১ম বা ২য় ভাগ)।

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

ত

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

প

ফ

ব

ভ

ম

য